অনলাইন ম্যাগাজিন

মহাপ্রাচীর

স্বদেশের সাথে প্রবাসের অনন্য সেতুবন্ধন

১৪তম সংখ্যা

ঋতু-বৈচিত্র ও আন্তঃদেশীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য

বাংলাদেশ-চায়না ইয়ুথ স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের একটি প্রকাশনা

সম্পাদনা পরিষদ

সম্পাদক	:	মো: মনিরুজ্জামান
নির্বাহী সম্পাদক	:	মো: আমিরুল ইসলাম
সহযোগী সম্পাদক	:	আব্দুল্লাহ আল তানিম
সম্পাদনা সহকারী	:	ড. এস এম মিনহাস
		শিমুল চন্দ্র সরকার
		শাহনাজ রহমান
		সুয়াইবিয়া তাসনিম
		রাওহা বিন মেজবা
প্রচ্ছদ ও ডিজাইন	:	কামরুজ্জামান
তত্ত্বাবধানে	:	অধ্যাপক ড. মো: সাহাবুল হক
		ড. এ এ এম মুজাহিদ
		মারুফ হাসান
		এ বি সিদ্দিক
		জান্নাতুল আরিফ

প্রকাশকাল	:	ফেব্রুয়ারী, ২০২৬

উৎসর্গ

“প্রাকৃতিক সৌন্দর্য রক্ষায় যারা আমরণ পরিশ্রম করে যাচ্ছেন—
বাংলাদেশ, চীন ও সারা বিশ্বে।”

সূচিপত্র

১. এশিয়ার ঋতু-বৈচিত্র্য ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের রূপমালা ৬
মোঃ আমিরুল ইসলাম

২. চীনের হারবিন শহরে ভ্রমণ অভিজ্ঞতা ৯
ডাঃ রাফিদ ইবনে মাজহার

৩. সুযোগের অপেক্ষায় নয়, সুযোগ সৃষ্টি করার গল্প : চীনে একজন মেডিকেল শিক্ষার্থীর পথচলা ১১
ডাঃ আব্দুল্লাহ আল তানিম

৪. চীন-বাংলাদেশ শিক্ষা ও গবেষণা সহযোগিতা: নতুন প্রজন্মের সুযোগ, চ্যালেঞ্জ ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা ১৩
সাইফুর রহমান

৫. চীনের মাটিতে : এক অভিবাসীর চোখে জীবন ও সংস্কৃতির অভিজ্ঞতা ১৭
মোঃ রেদওয়ান উলাহ শাহেদী

৬. চীনা সামাজিক শিষ্টাচার ১৯
মোঃ ইনতেখাব রহমান গালিব

৭. চীনে স্টুডেন্ট লাইফ : ক্লাসরুম থেকে শেয়ারিং বাইক ২৩
নাঈমা আক্তার

৮. Understanding Train Variations in China ২৬
Almas Farhan Arnob

৯. New Land, New Lessons: My Experience of Coming to China ২৮
Nusrat Jahan

১০. আমার দেখা চীনের জলবিদ্যুৎ প্রকল্প ৩৩
মোঃ আবদুল্লাহ আল গালিব

১১. চীনে কোভিড-১৯ : অভিজ্ঞতা এবং একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা ৩৫
সুয়াইবিয়া তাসনিম

১২. বাংলাদেশে চীনের বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান : ইতিহাস ও বর্তমান পরিস্থিতি ৩৯
শাহনাজ রহমান

১৩. কৃতজ্ঞতা, সংস্কৃতি আর বন্ধুত্ব—ছোট ছোট অনুভূতিই গড়ে তোলে সীমান্ত পেরোনো সম্পর্ক “人见人爱” ৪৩
ডাঃ তৌকির রহমান মেমো

১৪. আমার স্মৃতিতে চীন ৪৬
ডাঃ মাহিদুল ইসলাম জিহাদ

১৫. মালাথাং : চীনা ঐতিহ্যের স্বাদে ভরপুর এক অসাধারণ স্যুপ ৪৭
এ ডি শুভ্র

১৬. শান্তির খোঁজে ৫০
শেখ তাওহীদুল ইসলাম

১৭. BCYSA Winter Lens 2026 ৫১

সম্পাদকীয়

পৃথিবীর প্রতিটি দেশ, প্রতিটি ভূখণ্ড, প্রতিটি ঋতুতে নতুন রূপে সেজে ওঠে। শীতের নীরব শুভ্রতা, গ্রীষ্মের দীপ্ত তাপ, বর্ষার সজীবতা কিংবা শরতের নির্মল আকাশ—প্রকৃতি তার নিজস্ব ছন্দে মানবজীবনকে বারবার স্মরণ করিয়ে দেয় বৈচিত্র্যের সৌন্দর্য ও অভিযোজনের শক্তি। এক দেশে যখন বরফে ঢাকা নিস্তব্ধতা, অন্য দেশে তখন বইছে পূবালী হিমেল হাওয়া বা দগদগে রৌদ্রের তাপ। এই আন্তঃদেশীয় ঋতু-পরিবর্তন শুধু প্রাকৃতিক নিয়ম নয়; এটি দেশগুলোর মধ্যে বোঝাপড়া, মিল-বন্ধন ও মানবিক সংযোগেরও এক নীরব সেতুবন্ধন।

তবুও আজ প্রকৃতি তার স্বাভাবিক রূপ হারাতে বসেছে। জলবায়ু পরিবর্তন, মানবসৃষ্ট বিপর্যয় ও অসচেতনতার কারণে ঋতুর স্বস্তি অনেক সময়ই পরিণত হচ্ছে প্রতিকূলতায়। প্রকৃতির সৌন্দর্য রক্ষার দায়িত্ব তাই এখন আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলাদেশ-চায়না ইয়ুথ স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন (বিসিওয়াইএসএ) কর্তৃক প্রকাশিত মহাপ্রাচীর ম্যাগাজিনের ১৪তম সংখ্যায় তাই আমাদের মূল আলোচনার বিষয় 'ঋতু-বৈচিত্র্য ও আন্তঃদেশীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য'। এই সংখ্যায় আমরা তুলে ধরেছি ঋতু-বৈচিত্র্যের বৈশ্বিক রূপ, চীনে অবস্থানরত শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতা, তাদের জীবনযাত্রা, সংস্কৃতি-অনুভব এবং প্রকৃতিকে ঘিরে নানা উপলব্ধি। আমাদের বিশ্বাস, এই সংখ্যা পাঠকের জ্ঞান সমৃদ্ধ করবে, প্রকৃতির প্রতি দায়বদ্ধতা আরও গভীর করবে এবং সৌন্দর্য রক্ষায় নতুন অনুপ্রেরণা যোগাবে।

পাঠকের ভালোবাসা ও সহযোগিতাই আমাদের শক্তি। আপনাদের আস্থা আমাদের প্রতিটি সংখ্যাকে আরও উন্নত, আরও সমৃদ্ধ করে তোলে। এই স্নেহ অব্যাহত থাকুক - আমরা আরও সুন্দর, আরও মানসম্মত লেখা আপনাদের হাতে তুলে দিতে পারব, ইনশাআল্লাহ।

২৮ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬
ক্যাপিটাল মেডিক্যাল ইউনিভার্সিটি, বেইজিং, চীন।

ডাঃ মোঃ মনিরুজ্জামান শিহাব
সম্পাদক, মহাপ্রাচীর
সভাপতি, বাংলাদেশ-চায়না ইয়ুথ স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন (বিসিওয়াইএসএ)

এশিয়ার ঋতু-বৈচিত্র্য ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের রূপমালা

দক্ষিণ এশিয়া পৃথিবীর একটি অন্যতম বৈচিত্র্যময় অঞ্চল, যেখানে ভূপ্রকৃতি, জলবায়ু, সংস্কৃতি ও জীববৈচিত্র্যের সঙ্গে সঙ্গে ঋতু বৈচিত্র্যও অত্যন্ত সমৃদ্ধ। এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলো—বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, ভুটান, শ্রীলঙ্কা ও মালদ্বীপ—ভৌগোলিক অবস্থান ও মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে বিভিন্ন ধরণের ঋতুর অভিজ্ঞতা লাভ করে। ঋতু বৈচিত্র্য দক্ষিণ এশিয়ার মানুষের জীবনধারা, কৃষি ব্যবস্থা, অর্থনীতি, সংস্কৃতি ও পরিবেশের ওপর গভীর প্রভাব ফেলে।

দক্ষিণ এশিয়ার জলবায়ুর প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো মৌসুমী বায়ু বা মনসুন ব্যবস্থা। এই মনসুন বায়ুর কারণেই এখানে ঋতুগুলোর স্পষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। সাধারণভাবে দক্ষিণ এশিয়ায় গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত—এই ছয়টি ঋতুর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়, যদিও সব দেশে সব ঋতু সমানভাবে অনুভূত হয় না।

গ্রীষ্মকাল সাধারণত মার্চ থেকে জুন পর্যন্ত স্থায়ী হয়। এ সময় তাপমাত্রা অনেক বেশি থাকে এবং মানুষের জীবনযাত্রায় কষ্ট বাড়ে। তবে এই সময় কৃষিকাজের প্রস্তুতি নেওয়া হয় এবং বর্ষার অপেক্ষা করা হয়।

বর্ষাকাল দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঋতু। জুন থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রবল বৃষ্টিপাত হয়, যা কৃষির জন্য অত্যন্ত জরুরি। ধান, পাট ও অন্যান্য ফসল এই বৃষ্টির ওপর নির্ভরশীল। তবে অতিবৃষ্টির ফলে বন্যা ও ভূমিধসের মতো দুর্যোগ দেখা দেয়।

শীতকাল নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত স্থায়ী হয়। এই সময় তাপমাত্রা কম থাকে এবং রবি ফসল চাষের উপযোগী পরিবেশ

সৃষ্টি হয়। আর হিমালয় অঞ্চলে তুষারপাত দেখা যায়।

বসন্তকাল প্রকৃতির নবজাগরণের প্রতীক। আবহাওয়া থাকে স্নিগ্ধ এবং গাছপালায় নতুন পাতা ও ফুল ফোটে। সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে বসন্তের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে।

বাংলাদেশ ও নেপাল দক্ষিণ এশিয়ার দুটি দেশ, যেখানে ভৌগোলিক অবস্থান ও জলবায়ুর পার্থক্যের কারণে ঋতু বৈচিত্র্য স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়। মৌসুমি বায়ুর প্রভাব উভয় দেশেই গুরুত্বপূর্ণ হলেও তাদের ভূপ্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের কারণে ঋতুর রূপ ভিন্ন।

বাংলাদেশ একটি নদীমাতৃক সমতল দেশ। এখানে সাধারণভাবে ছয়টি ঋতু দেখা যায়—গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত। গ্রীষ্মকালে তীব্র গরম ও কালবৈশাখী ঝড় দেখা যায়। বর্ষাকালে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়, যা কৃষির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলেও বন্যা ও জলাবদ্ধতার কারণ হয়। শরৎ ও হেমন্তকালে ফসল পাকে এবং কৃষিকাজে ব্যস্ততা বাড়ে। শীতকাল তুলনামূলকভাবে মৃদু এবং বসন্তকালে প্রকৃতি স্নিগ্ধ ও সুন্দর হয়ে ওঠে।

নেপাল একটি পাহাড়ি ও পার্বত্য দেশ, যার উত্তরে হিমালয় পর্বতমালা অবস্থিত। নেপালে সাধারণত চারটি প্রধান ঋতু দেখা যায়—গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ ও শীত। গ্রীষ্মকাল নাতিশীতোষ্ণ হলেও বর্ষাকালে প্রবল বৃষ্টিপাত হয়, যা ভূমিধসের ঝুঁকি বাড়ায়। শীতকালে পার্বত্য অঞ্চলে তীব্র ঠান্ডা ও তুষারপাত দেখা যায়। শরৎকাল নেপালের সবচেয়ে মনোরম ঋতু হিসেবে পরিচিত।

চীন ও মিয়ানমার এশিয়া মহাদেশের দুটি গুরুত্বপূর্ণ দেশ, যেখানে ভৌগোলিক অবস্থান ও জলবায়ুর ভিন্নতার কারণে ঋতু বৈচিত্র্য স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়। বিস্তৃত ভূখণ্ড ও বৈচিত্র্যময় ভূপ্রকৃতির কারণে চীনে ঋতুর রূপ অঞ্চল ভেদে ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হয়, অন্যদিকে মিয়ানমারে মৌসুমি বায়ুর প্রভাব বেশি লক্ষণীয়।

চীনে সাধারণভাবে চারটি প্রধান ঋতু দেখা যায়—বসন্ত, গ্রীষ্ম, শরৎ ও শীত। উত্তর চীনে শীতকাল অত্যন্ত শীতল এবং তুষারপাত দেখা যায়, আবার দক্ষিণ চীনে আবহাওয়া তুলনামূলকভাবে উষ্ণ ও আর্দ্র। গ্রীষ্মকালে অনেক অঞ্চলে তীব্র গরম ও বৃষ্টিপাত হয়, আর বসন্ত ও শরৎকালকে চীনের সবচেয়ে মনোরম ঋতু হিসেবে ধরা হয়।

মিয়ানমারের জলবায়ু মূলত উষ্ণমণ্ডলীয় মৌসুমি প্রকৃতির। এখানে সাধারণত তিনটি

প্রধান ঋতু দেখা যায়—গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শীত। গ্রীষ্মকালে তাপমাত্রা বেশি থাকে, বর্ষাকালে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। শীতকাল তুলনামূলকভাবে মৃদু ও শুষ্ক, যা মানুষের দৈনন্দিন জীবন ও কৃষিকাজের জন্য সুবিধাজনক।

মোঃ আমিরুল ইসলাম
মাস্টার্স, শি'য়ান জিয়াওথং বিশ্ববিদ্যালয়, শি'য়ান
সাধারণ সম্পাদক, বিসিওয়াইএসএ

চীনের হারবিন শহরে ভ্রমণ অভিজ্ঞতা

চীনের হারবিন শহরে প্রতি বছর আয়োজন করা হয় 'বিশ্বের বৃহত্তম তুষার উৎসব'। এই লেখায় হারবিন শহরের তুষার উৎসবকালীন ঘুরার অভিজ্ঞতা শেয়ার করব। চীনের যে কোনো শহর থেকে ট্রেন অথবা বিমানে চলে আসতে পারেন হারবিন শহরে। এই সময় হারবিনের তাপমাত্রা অনেক কম তথা ৩০° সে. এর আশেপাশে থাকে। তাই শরীর গরম রাখার জন্য Hitting Pouch ব্যবহার করতে পারেন। দর্শণীয় স্থান সমূহের মধ্যে এই লেখায় দুইটি স্থান ভ্রমণের অভিজ্ঞতা শেয়ার করছি।

হারবিন আইস অ্যান্ড স্নো ওয়ার্ল্ডঃ এটি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় স্নো পার্ক যা এই উৎসবে প্রদর্শন করা হয়। প্রতি বছর জানুয়ারি - ফেব্রুয়ারি দুই মাস এই উৎসবটি হয়ে থাকে। যা খুবই সুন্দর একটি জায়গা। টিকিট: ৩২৮ RMB। স্নাতক শিক্ষার্থী (২৪ বছরের কম বয়সী): ২৪০ RMB। যেহেতু এটা বরফের রাজ্য তাই এটার ভিতরে ঠান্ডা অনেক বেশি থাকে। সেভাবে প্রস্তুতি নিয়ে যেতে হবে। চীনের বিভিন্ন বিখ্যাত ভাস্কর্য এখানে বরফ দিয়ে তৈরি করা হয়। দিন এবং রাত দুই সময় দুই ধরনের সৌন্দর্য। তাই দুপুরের পর প্রবেশ করে সন্ধ্যার আলোকসজ্জা দেখার পরামর্শ রইল। ভিতরের ৩-৪ টি রাইড থাকে সে গুলার জন্য আলাদাভাবে টিকেট করতে হবে।

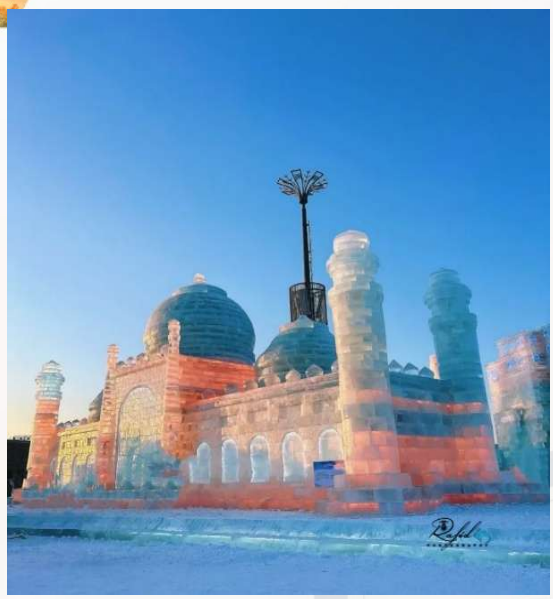

স্নো ভিলেজ

হারবিন শহর থেকে প্রায় ২৮০ কি.মি. দূরে Xuexiang নামে একটি গ্রাম আছে যেটি Snow Village নামে পরিচিত। হারবিন শহর থেকে সরাসরি বাস যায় এবং যেতে সময় লাগে ৪ ঘণ্টা। দিনে ২ বার বাসের সময়সূচী নির্ধারিত। একটি বাস সকাল ৬টায় শহর থেকে ছেড়ে দুপুর ২টায় ফিরে আসবে। আরেকটি বাস দুপুর ১২:৩০ টায় ছেড়ে সন্ধ্যা ৬:৩০ টায় ফিরে আসবে। বাসের ভাড়া জনপ্রতি ১০০ আরএমবি কিন্তু সন্ধ্যার বাসের ভাড়া ১২০ আরএমবি এবং আগে থেকে বুকিং দিতে হবে। এই গ্রামটিতে প্রবেশ মূল্য ১৩০ আরএমবি। স্টুডেন্ট টিকিট: ৭২.৫০ আরএমবি। গ্রামটি সম্পূর্ণ বরফে ঘেরা, যা গ্রামের সৌন্দর্য অনেক বৃদ্ধি করেছে। ভিতরে ঘুরার জন্য বাস আছে (আলাদা ভাড়া দিতে হবে না)। সেখানে জেট স্কি, মাউন্ট স্কি এর এক্সপেরিয়েন্স নিতে পারবেন। এগুলোর জন্য আলাদা পে করতে হবে। বিকালের দিকে কুকুরের গাড়ি দেখতে পারবেন এবং কুকুরের গাড়ি চড়তে জনপ্রতি ১০০ RMB লাগবে। সেখানে দুধ এবং স্ট্রবেরির একটা গরম ড্রিংকস পাওয়া যায় সেটা পান করার পরামর্শ রইল।

Dr. Rafid Ibne Majher
MBBS, Xuzhou Medical University

সুযোগের অপেক্ষায় নয়, সুযোগ সৃষ্টি করার গল্প : চীনে একজন মেডিকেল শিক্ষার্থীর পথচলা

চীনে আসার পর আমার জীবনে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। এখানে এসে আমি শুধু পড়াশোনার মধ্যেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখিনি; বরং নানা ধরনের প্রতিযোগিতা ও বিভিন্ন একাডেমিক ও এক্সট্রা-কারিকুলার প্রোগ্রামে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছি। প্রতিটি প্রতিযোগিতা আমাকে নতুন কিছু শেখার সুযোগ দিয়েছে, নিজের সক্ষমতাকে যাচাই করার সাহস জুগিয়েছে এবং আত্মবিশ্বাস গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে।

এখানকার শিক্ষকদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ধীরে ধীরে আরও দৃঢ় ও আন্তরিক হয়েছে। তাদের দিক নির্দেশনা, উৎসাহ এবং বিশ্বাস আমার এগিয়ে চলার পথ করেছে অনেক সহজ। শিক্ষকরা শুধু ক্লাসরুমের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নন—তারা আমার চিন্তা, স্বপ্ন এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার সঙ্গী হয়ে উঠেছেন।

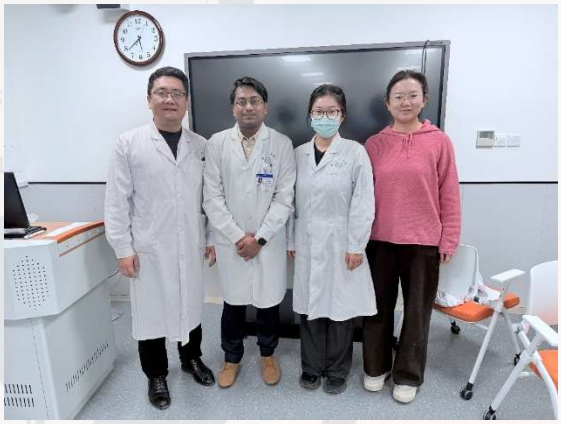

আমি যেহেতু একজন মেডিকেল শিক্ষার্থী, তাই আমার শেখার পরিধি শুধু বই বা পরীক্ষার মধ্যেই থেমে থাকেনি। বাস্তব জ্ঞান ও ক্লিনিক্যাল অভিজ্ঞতা অর্জনের লক্ষ্যে আমি নিজ উদ্যোগে ইন্টার্নশিপে অংশগ্রহণ করেছি।

বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ ও স্বনামধন্য হাসপাতালে ইন্টার্নশিপ করার সুযোগ পাওয়া আমার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। এই সুযোগটি কোনো বাধ্যবাধকতা থেকে নয়, বরং সম্পূর্ণভাবে আমার নিজের আগ্রহ, পরিশ্রম ও ইচ্ছাশক্তির ফলাফল হিসেবে ইন্টার্নশিপ চলাকালীন সময়ে আমি রোগী

পর্যবেক্ষণ, ক্লিনিক্যাল ডিসিশন-মেকিং, টিমওয়ার্ক এবং চিকিৎসকদের বাস্তব কাজের ধরণ কাছ থেকে শেখার সুযোগ পেয়েছি। এখানে আমি শুধু চিকিৎসাবিদ্যার জ্ঞানই অর্জন করিনি, বরং মানবিকতা, দায়িত্ববোধ ও পেশাগত নৈতিকতার প্রকৃত মূল্য অনুধাবন করেছি।

সবচেয়ে অনুপ্রেরণার বিষয় হলো—এখানকার শিক্ষক ও সিনিয়র ডাক্তাররা আমাকে আলাদা করে সুযোগ তৈরি করে দিয়েছেন, গাইড করেছেন এবং আমার আগ্রহকে সম্মান জানিয়েছেন। অনেক ক্ষেত্রেই আমি নিজে থেকেই আগ্রহ প্রকাশ করেছি, আর তারা তা ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করেছেন। এই পারস্পরিক বিশ্বাস ও সহযোগিতাই আমাকে আরও এগিয়ে যেতে অনুপ্রাণিত করেছে।

এই সময়ের মধ্যে আমি নেতৃত্ব, যোগাযোগ দক্ষতা, আন্তর্জাতিক পরিবেশে নিজেকে উপস্থাপন করার সক্ষমতা এবং নিজের সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করার মানসিক শক্তি অর্জন করেছি। এসব অভিজ্ঞতা আমাকে শুধু একজন ভালো মেডিকেল শিক্ষার্থী নয়, ভবিষ্যতের একজন দায়িত্বশীল ও সচেতন চিকিৎসক হিসেবে গড়ে তুলছে।

চীনে আমার এই পথচলা আমাকে শিখিয়েছে—সুযোগ নিজে থেকে আসে না; সুযোগ তৈরি করে নিতে হয়। আর সেই সুযোগকে কাজে লাগাতে হলে প্রয়োজন নিষ্ঠা, ধৈর্য এবং নিজের ওপর অটুট বিশ্বাস।

ডাঃ আব্দুল্লাহ আল তানিম
ফার্স্ট অ্যাফিলিয়েটেড হসপিটাল অফ জেংঝু ইউনিভার্সিটি (First Affiliated Hospital of Zhengzhou University)
জেংঝু, হেনান প্রদেশ, চীন।

চীন-বাংলাদেশ শিক্ষা ও গবেষণা সহযোগিতা : নতুন প্রজন্মের সুযোগ, চ্যালেঞ্জ ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা

চীন–বাংলাদেশ শিক্ষা ও গবেষণা সহযোগিতা: নতুন প্রজন্মের সুযোগ, চ্যালেঞ্জ ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা

দুই দেশের বন্ধুত্বের সেতুবন্ধন - শিক্ষা

চীন ও বাংলাদেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক আজ অর্ধশতাব্দী পেরিয়ে এক নতুন উচ্চতায় দাঁড়িয়ে। বাণিজ্য, অবকাঠামো, প্রযুক্তি সহযোগিতার ক্ষেত্র বিস্তৃত হয়েছে বহুগুণে। তবে এই বিস্তৃত সম্পর্কের সবচেয়ে উজ্জ্বল অধ্যায় নিঃসন্দেহে শিক্ষা ও গবেষণা সহযোগিতা, যা শুধু দুই দেশের উন্নয়ন নয়, বরং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের হাতে নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলে দিচ্ছে। বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য চীনের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আজ বিশ্বের অন্যতম আকর্ষণীয় গন্তব্য। ২০২৫ সালে চীনে অধ্যয়নরত বাংলাদেশি শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ১২,০০০+, যার বড় একটি অংশই স্নাতকোত্তর ও গবেষণা পর্যায়ে। এর সাথে যুক্ত হয়েছে CSC স্কলারশিপ, বিভিন্ন Provincial Scholarship, Belt & Road Scholarship—যা উচ্চশিক্ষাকে করেছে আরও সহজলভ্য, সাশ্রয়ী, এবং গবেষণামুখী। চীন গবেষণায় বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহৎ শক্তি, আর বাংলাদেশ দ্রুত উন্নয়নশীল একটি দেশ, এই দুইয়ের সংযোগ তরুণ গবেষক ও পেশাজীবীদের জন্য একটি অসাধারণ সুযোগ তৈরি করছে।

১. চীনে উচ্চশিক্ষা : কেন এটি বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের প্রথম পছন্দ?

১. ১ বিশ্বমানের বিশ্ববিদ্যালয় ও অত্যাধুনিক ল্যাব : চীনের ১০০০ এর অধিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে শীর্ষ অনেকগুলো বিশ্ববিদ্যালয় QS & THE (Times Higher

Education) র‍্যাংকিংয়ে বিশ্বের সেরা তালিকায়। বিশেষত Tsinghua University, Peking University, Shanghai Jiao Tong University, Zhejiang University, Fudan University, Nanjing University এর মতো শীর্ষ ১০০-তে থাকা এসব বিশ্ববিদ্যালয় আইটি, এআই, বায়োমেডিক্যাল, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং, ম্যানুফ্যাকচারিং, টেক্সটাইল সহ সব ক্ষেত্রেই বিশ্বসেরা গবেষণা করছে। Nature, Science থেকে শুরু করে সব শীর্ষ জার্নালগুলোতে চীনা গবেষকদের গবেষণা প্রকাশিত হচ্ছে। দুনিয়াজুড়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা বিদেশি মেধাবী গবেষকদের সুযোগ দিতে আকর্ষণীয় আমেরিকান H-1B ভিসার আদলে "K" এবং "R" ক্যাটাগরির লং-টার্ম ১০ বছরের ভিসা ইন্ট্রোডিউস করেছে চীন। এই ভিসাধারীরা চীনে চাকরি, গবেষণা, শিক্ষা, উদ্যোক্তা হিসাবে কাজ করতে পারবেন এই সময়ের মধ্যে কোনো ধরণের বাঁধা ছাড়াই।

১.২ CSC ও BRI স্কলারশিপ - বৃহৎ সুবিধা

স্কলারশিপ সুবিধাসমূহ : ১. সম্পূর্ণ টিউশন ফি মওকুফ; ২. ফ্রি বিশ্ববিদ্যালয় আবাসন; ৩. মাসিক ভাতা (৩০০০-৩৫০০ RMB); ৪. স্বাস্থ্যবীমা। ফলে আর্থিক চাপ ছাড়াই গবেষণার সুযোগ পায় শিক্ষার্থীরা।

১.৩ শিল্প-একাডেমিয়া সংযোগ

চীনের কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তা, টেক্সটাইল, প্রযুক্তি, অটোমেশন, নবায়নযোগ্য শক্তির মতো শিল্পগুলো বিশ্বের সবচেয়ে উন্নত। একারণে শিক্ষার্থীরা এসব ইন্ডাস্ট্রির সবচেয়ে এগিয়ে থাকা কোম্পানিগুলোর সাথে শিল্পভিত্তিক গবেষণা, ইন্টার্নশিপ, সেমিনার, যৌথ গবেষণা প্রজেক্ট কাজ করার মাধ্যমে সর্বাধুনিক জ্ঞান অর্জনের সুযোগ পায়, যা ভবিষ্যৎ ক্যারিয়ারে বিশাল সুবিধা দেয়।

২. গবেষণা সহযোগিতা : নতুন দিগন্ত

চীন আজ বিশ্বের অন্যতম গবেষণা-নেতৃত্বাধীন দেশ। বাংলাদেশের তরুণ গবেষকেরা তা থেকে ব্যাপকভাবে উপকৃত হচ্ছে।

২.১ যৌথ গবেষণা প্রজেক্ট

IOT, AI, Smart Textile, Renewable Energy, Big Data, Microelectronics সহ অসংখ্য ক্ষেত্রে বাংলাদেশি গবেষকরা চীনা ল্যাবগুলোর সাথে যৌথ গবেষণা করছে।

২.২ আন্তর্জাতিক প্রকাশনা ও পেটেন্ট

অনেক বাংলাদেশি শিক্ষার্থী ১. SCI জার্নালে প্রকাশনা; ২. আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে উপস্থাপন; ৩. পেটেন্ট ও প্রযুক্তি উন্নয়ন এসব অর্জনের মাধ্যমে নিজের দেশে ফিরে গবেষণা-সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করছে।

২.৩ টেক্সটাইল খাতে বিশেষ ভূমিকা : ডংহুয়া ইউনিভার্সিটি, চায়না টেক্সটাইল ইউনিভার্সিটি, উহান টেক্সটাইল ইউনিভার্সিটি, এসব প্রতিষ্ঠানে বাংলাদেশি টেক্সটাইল গবেষকদের সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে। দেশে ফেরত গিয়ে তারা বুটেক্স, আহসানউল্লাহ, প্রাইম এশিয়ার মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়ানোর পাশাপাশি দেশের রপ্তানি আয়ের প্রধান খাত রেডিমেড গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিগুলোতে চীনে শেখা সর্বাধুনিক প্রযুক্তিগুলোর বাস্তব প্রয়োগের মাধ্যমে আরএমজি খাতকে আরো আধুনিকায়ন করছেন এবং এগিয়ে নিচ্ছেন।

৩. শিক্ষার্থীদের বাস্তব অভিজ্ঞতা : মানবিক গল্প

৩.১ ভাষা, সংস্কৃতি ও আত্মবিশ্বাসের নতুন যাত্রা

চীনে এসে প্রতিটি শিক্ষার্থীর প্রথম চ্যালেঞ্জ - চায়নিজ ভাষা। তবে ভাষা শেখার এই যাত্রা একসময় পরিণত হয় – আত্মবিশ্বাসে, নতুন বন্ধুত্বে, নতুন সংস্কৃতি জানার আনন্দে। অনেকেই বলেন : "চীন আমাকে শুধু ডিগ্রি দেয়নি, দান করেছে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি।"

৩.২ গবেষণা - হাতেকলমে শেখার সুযোগ

বাংলাদেশে যেখানে অনেক গবেষণা সুবিধা সীমিত, সেখানে চীনে শিক্ষার্থীরা সরাসরি - উচ্চমানের যন্ত্রপাতি, শিল্প অংশীদার, সুপারভাইজারদের ধারাবাহিক গাইডেন্স এসবের সুযোগ পেয়ে নিজেকে গবেষণায় সমৃদ্ধ করতে পারে।

৪. চ্যালেঞ্জসমূহ : যেগুলো মোকাবিলা করতে হয়

৪.১ ভাষাগত সীমাবদ্ধতা

মান্দারিন দক্ষতা থাকলে দৈনন্দিন জীবন, বাজারঘাট, যাতায়াত, গবেষণা, যোগাযোগ ও প্রশাসনিক কাজ সহজ হয়। তাই ভাষা শেখাটা অতীব জরুরি।

৪.২ সাংস্কৃতিক পার্থক্য

চীনের কর্মসংস্কৃতি অত্যন্ত দ্রুত, সুশৃঙ্খল ও সময়নিষ্ঠ। এই নতুন পরিবেশে অভ্যস্ত হতে সময় লাগে। তবে ৬ মাস থেকে ১ বছরের মধ্যে মোটামুটি সবাই অভ্যস্ত হয়ে যায়।

৪.৩ গবেষণা চাপ

পিএইচডি বা মাস্টার্স থিসিসের জন্য উচ্চমানের গবেষণা আউটপুট প্রয়োজনীয়। অনেক নতুন শিক্ষার্থীকে মানিয়ে নিতে সময় লাগে। তবে একটু পরিশ্রম করলে এটা তেমন বড় কিছু নয়।

৪.৪ ভিসা, রেসিডেন্স পারমিট, চাকরি, পরিচালনা জটিলতা

সঠিক নথি তৈরি ও সময়মতো কাজ করা গুরুত্বপূর্ণ। সবসময়ই এগুলোর ডেডলাইন এবং রিকোয়ারমেন্টসের দিকে খেয়াল রাখা

উচিৎ। চীনের ইমিগ্রেশন ল খুবই স্ট্রিক্ট এবং সফিস্টিকেটেড।

৫. ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা : দুই দেশের যৌথ পথচলা

৫.১ স্মার্ট বাংলাদেশ ২০৪১ - চীনের প্রযুক্তি সহযোগিতা

চীন AI, 5G, Green Energy, Electronics এসব খাতে বাংলাদেশকে বিশাল সহায়তা করছে। বাংলাদেশি তরুণ শিক্ষার্থীরা ভবিষ্যতে দেশে ফেরত গিয়ে গবেষক, শিল্প বিশেষজ্ঞ, উদ্যোক্তা, নীতি-বিশ্লেষক হিসেবে অবদান রাখতে পারবে।

৫.২ যৌথ গবেষণা কেন্দ্র

ভবিষ্যতে বাংলাদেশ-চীন যৌথ ল্যাব স্থাপিত হলে - দ্রুত গবেষণা, প্রযুক্তি স্থানান্তর, শেখার সুযোগ বৃদ্ধি এসব ত্বরান্বিত হবে।

৫.৩ শিক্ষা বিনিময় সম্প্রসারণ

Exchange programs, Dual-degree programs আগামী বছরগুলোতে আরও বিস্তৃত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

নতুন প্রজন্মের হাতে ভবিষ্যৎ :

চীন-বাংলাদেশ শিক্ষা ও গবেষণা সহযোগিতা শুধু দুই দেশের বন্ধুত্ব নয়, এটি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সক্ষমতা নির্মাণের সেতুবন্ধন। বাংলাদেশি শিক্ষার্থীরা চীনে যে অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা অর্জন করছে, তা দেশের প্রযুক্তিগত ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে সরাসরি অবদান রাখবে। চীন ও বাংলাদেশের সম্পর্ক এখন আর শুধু রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সীমাবদ্ধ নয় - এটি এখন ছাত্র, গবেষক, যুবসমাজের স্বপ্ন ও সম্ভাবনার অংশ।

সাইফুর রহমান
অ্যাসোসিয়েট টিম মেম্বার (কন্টেন্ট রাইটিং), বিসিওয়াইএসএ
মাস্টার্স শিক্ষার্থী, ডংহুয়া ইউনিভার্সিটি (Donghua University), সাংহাই, চীন

চীনের মাটিতে : এক অভিবাসীর চোখে জীবন ও সংস্কৃতির অভিজ্ঞতা

ছোটবেলা থেকেই স্বপ্ন ছিল একজন নিষ্ঠাবান ডাক্তার হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার। সেই স্বপ্নকে সঙ্গী করেই পাড়ি জমিয়েছি হাজার মাইল দূরের দেশ চীনে। তবে যাত্রাটা সহজ ছিল না। মনে হাজারো প্রশ্ন ছিল—ভিন্ন সংস্কৃতি, ভিন্ন খাবার আর অজানা পরিবেশে আদৌ কি মানিয়ে নিতে পারব? আজ যখন ফিরে তাকাই, মনে হয় সেই দ্বিধাগুলোই ছিল নতুন এক সাহসিকতার শুরু।

আমি পড়াশোনার জন্য বেছে নিয়েছি চীনের বিখ্যাত Zhengzhou University। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম আকর্ষণ হলো বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম হাসপাতাল First Affiliated Hospital of Zhengzhou University-তে ইন্টার্নশিপের সুযোগ।

আমার চীন যাত্রা শুরু হয় গুয়াংজু (Guangzhou) এয়ারপোর্ট দিয়ে। প্রথমবারের মতো আকাশপথে যাত্রা, তার ওপর ভাষা এক বিশাল প্রাচীর। পকেটে ছিল না কোনো স্মার্টফোন, ফলে ট্রান্সলেটর অ্যাপ ব্যবহারের সুযোগও ছিল না। কিন্তু অবাক করা বিষয় হলো, চাইনিজদের আন্তরিকতা। হাতের ইশারায় যতটুকু বোঝাতে পেরেছিলাম, তাতেই তারা আমার টিকিট দেখে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় এবং অত্যন্ত নমনীয়ভাবে লাউঞ্জে পৌঁছে দেয়। সেখানে একজন দক্ষিণ সুদানিজ বন্ধুর সহযোগিতাও ছিল মনে রাখার মতো।

গুয়াংজু থেকে আরেকটি ফ্লাইটে যখন ঝেংঝু পৌঁছালাম, তখন কিছুটা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে ফেলেছি। এয়ারপোর্টের বাইরে আমার এক সিনিয়র ভাই ডা. দিদারুল ইসলাম অপেক্ষা করছিলেন। তার সাথে প্রথমবার মেট্রো রেলে চড়া ছিল এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা। চীনের উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা আমাকে প্রথম দিনই মুগ্ধ করেছিল।

তবে খাদ্যাভ্যাস নিয়ে প্রথম অভিজ্ঞতা ছিল বেশ তেতো। সারাদিন বার্গার খেয়ে থাকার পর যখন ক্যান্টিনে ভাতের খোঁজে গেলাম, চাইনিজ খাবারের গন্ধে আমি এতটাই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম যে বমি করে দিই। কিন্তু সময় সব বদলে দেয়। যে খাবারের গন্ধ নিতে পারতাম না, আজ সেই চাইনিজ খাবারই আমার প্রাত্যহিক জীবনের অংশ।

ভাষা নিয়ে বিপত্তি তো ছিলই। প্রথম এক বছর 'নি হাও মা' (কেমন আছো?), 'ও সি ঝেংঝু দাসুয়ে দ শুয়ে শিয়াং' (আমি ঝেংঝো ইউনিভার্সিটির ছাত্র), 'দুয়ো শাউ চিয়ান' (দাম কত?),' তইবুচি' (দুঃখিত),' শিয়েশিয়ে' (ধন্যবাদ) —এই গুটিকয়েক শব্দের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল আমার পৃথিবী। কিন্তু চাইনিজদের নিঃস্বার্থ সাহায্য আমাকে কখনও

একা হতে দেয়নি। একবার পথ ভুলে টাকা ছাড়াই অনেক দূরে একটা জায়গায় আটকে পড়েছিলাম তখন, এক মুসলিম চাইনিজ ভাই নিজ খরচে আমাকে ইউনিভার্সিটি পৌঁছে দিয়েছিলেন। তাদের এই মানবিকতা আমাকে অবাক করে।

চীনের প্রযুক্তি এবং নিরাপত্তা সত্যিই বিস্ময়কর। একবার পাঁচ দিনের সফরে যাওয়ার সময় অসাবধানতাবশত মোটরসাইকেলের চাবি বাইকেই রেখে গিয়েছিলাম। ফিরে এসে দেখি বাইকটি ঠিক আগের জায়গাতেই একইভাবে পড়ে আছে! এই নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্ভবত পৃথিবীর খুব কম দেশেই আছে।

আজ আমি চীনের এই উন্নত পরিবেশ আর প্রযুক্তির সাথে অভ্যস্ত। বিদেশের মাটিতে এই সুযোগ পাওয়া আমার জন্য এক বিশাল অর্জন। উন্নত প্রযুক্তি, নিপুণ টিমওয়ার্ক আর নিখাদ মানবিকতার এক মেলবন্ধনের নামই হলো চীন। স্বপ্ন আর সেবার এই করিডোরে আমার পথচলা অব্যাহত থাকুক।

মোঃ রেদওয়ান উল্লাহ শাহেদী
MBBS, Zhengzhou University
ক্যাম্পাস অ্যাম্বাসেডর, বিসিওয়াইএসএ

চীনা সামাজিক শিষ্টাচার

চীনা সামাজিক শিষ্টাচার মূলত **কনফুসীয় দর্শনের** ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে, যেখানে শৃঙ্খলা, বিনয় এবং সম্পর্কের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। চীনা সংস্কৃতি হাজার বছরের পুরনো। সেখানে সামাজিক শিষ্টাচার বা 'Etiquette' কেবল ভদ্রতা নয়, বরং পারস্পরিক সম্মান এবং সম্পর্কের গভীরতার প্রতীক। চীনা সমাজে চলার পথে এমন কিছু নিয়ম রয়েছে যা জানলে আপনি খুব সহজেই তাদের মন জয় করতে পারবেন।

'ফেস' বা সম্মানের ধারণা (Mianzi):

চীনা সমাজে 'ফেস' (Face) বা মুখ রক্ষা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর অর্থ হলো অন্যের সামনে কারো সম্মান বজায় রাখা।

- **নিয়ম:** জনসম্মুখে কাউকে সমালোচনা করবেন না বা কারো ভুল ধরিয়ে দেবেন না। এতে সেই ব্যক্তি লজ্জিত হন, যা চীনা সংস্কৃতিতে বড় অপরাধ হিসেবে দেখা হয়।
- **পরামর্শ:** কোনো দ্বিমত থাকলে তা ব্যক্তিগতভাবে বা আড়ালে আলোচনা করুন।

উপহার দেওয়ার সংস্কৃতি :

চীনে উপহার দেওয়া এবং নেওয়া একটি শিল্প। তবে এখানে কিছু স্পর্শকাতর বিষয় রয়েছে:

- **প্রত্যাখ্যান করা :** কেউ উপহার দিলে প্রথমেই তা গ্রহণ করবেন না। বিনয়ের খাতিরে অন্তত ২-৩ বার মৃদুভাবে প্রত্যাখ্যান করা সেখানে নিয়ম। এরপর দাতা জোর করলে তা গ্রহণ করুন।
- **বর্জনীয় উপহার :** কখনো কাউকে ঘড়ি (যা মৃত্যুর প্রতীক), জুতো বা সাদা ফুল উপহার দেবেন না।
- **রঙের গুরুত্ব :** উপহার প্যাকিং করার জন্য লাল, সোনা বা রুপালি রঙ বেছে নিন। সাদা বা কালো এড়িয়ে চলুন।
- **মূল্যের ভারসাম্য :** আপনাকে কেউ কোনো উপহার দিলে, ভবিষ্যতে তাকে সমমূল্যের বা তার চেয়ে কিছুটা দামী উপহার ফেরত দেওয়া অলিখিত নিয়ম। একে বলা হয় 'লি-, শাং-ওয়াং-লাই' (Li Shang Wang Lai), যার অর্থ পারস্পরিক বিনিময়।
- **খোলার নিয়ম :** উপহার পাওয়ার সাথে সাথে দাতার সামনে সেটি খুলবেন না। এটি অভদ্রতা হিসেবে গণ্য হয়। মনে করা হয় আপনি উপহারের চেয়ে তার মূল্যের প্রতি বেশি আগ্রহী। উপহারটি নিয়ে পাশে রেখে দিন এবং পরে একা খুলুন।
- **সংখ্যার গুরুত্ব :** উপহারের সংখ্যা যেন **'৪'** না হয় (চীনা ভাষায় ৪ এর উচ্চারণ 'মৃত্যু'র মতো)। **'৮'** সংখ্যাটিকে খুব শুভ মনে করা হয় কারণ এটি সমৃদ্ধির প্রতীক।

খাবার টেবিলের শিষ্টাচার :

চীনাদের সামাজিক জীবনের একটি বড় অংশ জুড়ে থাকে খাবার। টেবিলের অলিখিত কিছু নিয়ম হলো:

- **চপস্টিকের ব্যবহার :** চপস্টিক কখনোই ভাতের বাটির ভেতর খাড়া করে গেঁথে রাখবেন না, কারণ এটি দেখতে অনেকটা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ধূপকাঠির মতো লাগে।
- **অন্যকে আপ্যায়ন :** নিজে খাওয়া শুরু করার আগে টেবিলের বয়োজ্যেষ্ঠ বা অতিথিদের খাবার সাধুন।
- **চা পরিবেশন :** আপনার কাপে চা শেষ হওয়ার আগে যদি কেউ আপনার কাপ ভরে দেয়, তবে সৌজন্য হিসেবে তর্জনী ও মধ্যমা দিয়ে টেবিলে দুবার টোকা দিন (এটি

'ধন্যবাদ' জানানোর একটি নীরব উপায়)।

- **মাছের মাথা ও লেজ :** খাবারের টেবিলে আস্ত মাছ পরিবেশন করলে, মাছের মাথাটি সবসময় টেবিলের সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি বা অতিথির দিকে মুখ করে রাখা হয়। এটি তাকে বিশেষ সম্মান জানানোর উপায়।
- **গ্লাস নিচু রাখা :** মদ্যপান বা পানীয় দিয়ে 'চিয়ার্স' (Ganbei) করার সময়, আপনার গ্লাসের কিনারা যেন বয়োজ্যেষ্ঠ বা উচ্চপদস্থ ব্যক্তির গ্লাসের নিচের দিকে থাকে। এটি আপনার বিনয় প্রকাশ করে।

বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি শ্রদ্ধা :

চীনা পরিবার এবং সমাজে পদমর্যাদা ও বয়সের গুরুত্ব অপরিসীম।

- **শুভেচ্ছা বিনিময় :** কোনো ঘরে প্রবেশ করলে বা আড্ডা শুরু করলে সবসময় সবচেয়ে বয়স্ক ব্যক্তিকে আগে অভিবাদন জানান।
- **আসন গ্রহণ :** বড়রা বসার আগে নিজে আসন গ্রহণ করবেন না।

ব্যবসায়িক কার্ড বিনিময় :

চীনে ব্যবসায়িক কার্ড বিনিময় করার একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি আছে:

- **দুই হাত ব্যবহার :** যখন কাউকে কার্ড দেবেন বা কারো থেকে কার্ড নেবেন, সবসময় **দুই হাত** ব্যবহার করুন। এটি অপর ব্যক্তির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে।
- **কার্ড পড়া :** কার্ড নেওয়ার সাথে সাথে পকেটে পুরবেন না। কিছুক্ষণ কার্ডটির দিকে তাকিয়ে তথ্যগুলো পড়ুন, যেন আপনি তার প্রতি আগ্রহী।
- **লিখন :** কারো বিজনেস কার্ডের ওপর কলম দিয়ে কিছু লিখবেন না। এটি সেই ব্যক্তিকে আঘাত করার শামিল।

শারীরিক ভাষা ও ব্যক্তিগত পরিসর :

পশ্চিমা বিশ্বের তুলনায় চীনারা ব্যক্তিগত স্পর্শের ক্ষেত্রে কিছুটা রক্ষণশীল।

- **করমর্দন (Handshake) :** পশ্চিমা ধাঁচে খুব শক্ত করে করমর্দন না করে কিছুটা নরমভাবে হাত মেলানোই সেখানে প্রচলিত। অনেক সময় করমর্দনের সময় তারা হালকা মাথা নিচু করে সম্মান প্রদর্শন করেন।
- **আবেগ নিয়ন্ত্রণ :** জনসম্মুখে খুব বেশি আবেগপ্রবণ হওয়া, উচ্চস্বরে হাসাহাসি করা বা রাগান্বিত হওয়াকে দুর্বল ব্যক্তিত্বের লক্ষণ মনে করা

হয়। সবসময় শান্ত ও ধীরস্থির থাকা সেখানে উচ্চবংশীয় আচরণের অংশ।

ভালো উপহার হতে পারে :

চা, স্বাস্থ্যকর খাবার, বিদেশি চকোলেট, বই (বিশেষত যদি সেটা চিন্তাশীল হয়), ছোট কারুশিল্প ইত্যাদি।

উপহার কখনও এক হাতে দেবেন না, দুই হাতে দিন। এবং কেউ যদি প্রথমবার না নেয়, অবাক হবেন না—এই 'না' বলা আসলে ভদ্রতা।

মোঃ ইনতেখাব রহমান গালিব
পিএইচডি, শিয়ান জিয়াওতং ইউনিভার্সিটি,
শিয়ান, শানসি, চীন

চীনে স্টুডেন্ট লাইফ: ক্লাসরুম থেকে শেয়ারিং বাইক

চীনা সংস্কৃতি মূলত শৃঙ্খলা, পারস্পরিক সম্মান এবং সামাজিক দায়িত্ববোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত। শিক্ষকদের প্রতি শ্রদ্ধা, সময়ানুবর্তিতা এবং নিয়ম মেনে চলা শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে প্রত্যাশিত।

একই সঙ্গে চীন অত্যন্ত আধুনিক ও প্রযুক্তিনির্ভর একটি দেশ। এখানে দৈনন্দিন জীবনের প্রায় সবকিছুই ডিজিটাল— পেমেন্ট, যাতায়াত, কেনাকাটা এমনকি খাবার অর্ডার করাও।

বিদেশি শিক্ষার্থীরা চীনে বসবাসের শুরুতে ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক পার্থক্য অনুভব করলেও ধীরে ধীরে চীনের জীবনযাত্রা তাদের জন্য বেশ স্বচ্ছন্দ ও সুবিধাজনক হয়ে ওঠে।

শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা ও ক্যাম্পাস জীবন

চীন আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য তুলনামূলকভাবে নিরাপদ দেশ। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসগুলোতে ২৪ ঘণ্টা সিকিউরিটি, কার্ড ভিত্তিক প্রবেশ ব্যবস্থা- এবং আলাদা International Student Office থাকে, যারা ভিসা, আবাসন, রেজিস্ট্রেশন ও জরুরি প্রয়োজনে সহায়তা করে।

হোস্টেলগুলো সাধারণত পরিষ্কার, নিরাপদ এবং শিক্ষার্থীবান্ধব। অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য আলাদা ডরমিটরি ব্যবস্থা রয়েছে।

যাতায়াত ব্যবস্থা : Sharing Bicycle ও স্মার্ট ট্রান্সপোর্ট

চীনে শিক্ষার্থীদের জন্য সবচেয়ে জনপ্রিয় যাতায়াত মাধ্যমগুলোর একটি হলো Sharing Bicycle। শহর ও ক্যাম্পাসজুড়ে এসব সাইকেল সহজেই পাওয়া যায়।

জনপ্রিয় বাইক শেয়ারিং অ্যাপ :

- Meituan Bike (美团单车)
- Hello Bike (哈啰单车)

এই অ্যাপগুলো ব্যবহার করে খুব সহজে মোবাইল স্ক্যান করে সাইকেল নেওয়া যায় এবং যাত্রা শেষে নির্দিষ্ট জোনে রেখে দিলেই বিল কেটে যায়। খরচ খুবই কম, পরিবেশবান্ধব এবং স্টুডেন্টদের জন্য অত্যন্ত

সুবিধাজনক। এছাড়াও মেট্রো, বাস ও হাই-পিড ট্রেন চীনের যাতায়াত ব্যবস্থাকে্েস করেছে দ্রুত ও নির্ভরযোগ্য।

অনলাইন শপিং ও ডিজিটাল জীবন

চীনে অনলাইন শপিং শিক্ষার্থীদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। প্রায় সব প্রয়োজনীয় জিনিসই মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে অর্ডার করা যায়।

, জনপ্রিয় অনলাইন শপিং প্ল্যাটফর্ম:

- Taobao – "দৈনন্দিন সব ধরনের পণ্যের জন্য"
- JD.com (Jingdong) – "দ্রুত ডেলিভারি ও নির্ভরযোগ্য ইলেকট্রনিক্স"
- Pinduoduo – "কম দামে গ্রুপ ডিসকাউন্ট সুবিধা"
- Meituan – "খাবার, গ্রোসারি ও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য"

অনেক ক্ষেত্রেই অর্ডার দেওয়ার **২৪ ঘণ্টার মধ্যেই ডেলিভারি** পাওয়া যায়, যা শিক্ষার্থীদের সময় ও খরচ দুটোই বাঁচায়।

হালাল খাবারের সুযোগ : মুসলিম শিক্ষার্থীদের জন্য স্বস্তিদায়ক পরিবেশ

চীনে পড়তে আসা মুসলিম শিক্ষার্থীদের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর একটি হলো হালাল খাবার। সুখবর হলো— চীনে

হালাল খাবারের সুযোগ দিন দিন আরও বিস্তৃত হচ্ছে।

- বড় শহর ও বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় **QingZhen (清真) রেস্টুরেন্ট** সহজেই পাওয়া যায়
- অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যান্টিনে আলাদা **হালাল ফুড সেকশন** রয়েছে
- হালাল মাংস ও মসলা কেনার জন্য মুসলিম দোকান ও অনলাইন অপশন আছে

- নিজের মতো রান্না করার জন্য ডরমিটরি বা আলাদা কিচেন সুবিধা অনেক জায়গায় পাওয়া যায়

চীনের হুই মুসলিম কমিউনিটি এই হালাল সংস্কৃতিকে টিকিয়ে রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

ধর্মীয় জীবন ও সামাজিক সহাবস্থান

চীনে ইসলাম একটি স্বীকৃত ধর্ম। বড় শহরগুলোতে মসজিদ রয়েছে এবং নামাজ ও ধর্মীয় কার্যক্রম পালনের সুযোগ আছে। তবে ধর্মীয় বিষয়ে সংবেদনশীলতা ও স্থানীয় আইন মেনে চলা জরুরি।

আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সাংস্কৃতিক বিনিময় চীনে পড়াশোনার অভিজ্ঞতাকে আরও সমৃদ্ধ করে তোলে।

চীনে শিক্ষার্থী হিসেবে জীবন কেমন?

চীনে স্টুডেন্ট লাইফ মানে—

- আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর জীবন
- নিরাপদ ও সংগঠিত পরিবেশ
- কম খরচে মানসম্মত পড়াশোনা
- বহুসাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতা

শুরুতে কিছু চ্যালেঞ্জ থাকলেও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে চীন অনেক শিক্ষার্থীর কাছে দ্বিতীয় বাড়ি হয়ে ওঠে।

শেষকথা :

চীন শুধু পড়াশোনার জায়গা নয়, এটি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন অভিজ্ঞতা। যারা ভবিষ্যতে চীনে পড়তে আসতে চায়, তাদের জন্য আগেভাগে সংস্কৃতি, যাতায়াত, খাবার ও প্রযুক্তিগত সুবিধা সম্পর্কে জানা থাকলে এই যাত্রা হবে আরও সহজ ও সফল।

নাঈমা আকতার
মাস্টার্স, চিংহুয়া ইউনিভার্সিটি (Tsinghua University), শেনঝেন, চীন।
হিউম্যান রিসোর্স সেক্রেটারি, বিসিওয়াইএসএ

Understanding Train Variations in China

China has one of the largest and most complex railway systems in the world. For newcomers, the biggest confusion is often **train numbers** — what does a train number mean, and how can you tell what type of train it is just by looking at it?

Here we will discuss train **variations in China step by step**, focusing on **how to identify trains by their numbers**, using an example like **1236**.

Step 1: Know Who Operates the Trains

All passenger trains in China are operated under **China Railway**. While different train models and services exist, the numbering system follows **national rules**, making it possible to understand a train's type before boarding.

Understand Why Train Numbers Matter

Every passenger train in China has:

- A **letter prefix** (sometimes)
- A **number** (usually 1–4 digits)

Example:

- **G1236**
- **K45**
- **1236** (no letter)

The **letter (or lack of one)** is the most important clue — it tells you:

- Speed category
- Train type
- Service level
- Ticket price range

Trains With NO Letter

If a train number looks like **1236**, with **no letter in front**, it belongs to the **regular conventional train category**.

Characteristics:

- Older rolling stock
- Slower speeds (usually 100–120 km/h)
- More stops
- Cheaper tickets
- Often used for short or regional routes

These trains are common in:

- Rural areas
- Secondary cities
- Night or long-distance budget travel

K-Series Trains (K123, K45)

- **K** stands for *"Kuai"* (快), meaning **fast** — though by modern standards, they are still relatively slow.
- **Characteristics:**
- Faster than number-only trains
- Max speed around 120 km/h
- **Sleeper and hard-seat** coaches are common
- Very popular for overnight travel
- Example: **K1236**

T-Series Trains (T98, T123)

T stands for *"Te Kuai"* (特快), meaning special fast. Z-Series Trains (Z15, Z123)

Z stands for *"Zhi Da"* (直达), meaning **direct**.

Characteristics:

- Very few stops
- Long-distance routes
- **Often** overnight sleeper trains
- Focused on **speed and efficiency** rather than luxury.

Almas Farhan Arnob

Executive member (media)

Associates Member

Nanjing University of Information Science and Technology

New Land, New Lessons: My Experience of Coming to China

Stepping Into China's High-Tech World:

I first arrived in China in 2013 at Beijing Airport. I remember stepping out of the plane, my heart racing with excitement and nervousness. The airport was alive with movement—people rushing by, announcements in a language I barely understood, and bright digital screens flashing information in Chinese and English. For a moment, I felt small and lost in this enormous, unfamiliar world, far away from home. Yet, amid the confusion, there was a spark of wonder—I had arrived in a country that seemed to be moving at lightning speed into the digital age.

Traveling from Beijing to Zhangjiakou City, I watched the scenery change outside the train windows, my mind full of questions: Would I make friends? Could I adapt to this new life? However, I was also amazed at how seamlessly technology was integrated into everyday life: trains ran on time, tickets were scanned with a simple QR code, and information was always readily available. Every small convenience reminded me that I had entered a world very different from what I had known.

When I reached Hebei North University, my emotions surged again—excitement mixed with apprehension. Walking through the campus, I saw students using smartphones for almost everything: checking schedules, paying for meals, and even accessing library resources. It was overwhelming at first, but also inspiring. I remember feeling a deep sense of gratitude and humility; here I was, far from home, in a country where the future of technology was already a part of daily life. I also felt a quiet loneliness, missing my family and the familiar comfort of home, but slowly, I began to embrace this new environment.

More than a decade later, in 2025, I returned to China—this time to Chengdu City—to embark on a new chapter of my academic career. Enrolling in a Master's program at the University of Electronic Science and Technology of China (UESTC), I found myself immersed in a vastly transformed, high-tech China. The rapid advancements in technology, smart campuses, and digital innovation reflected not only the country's progress but also my own evolution as a learner and professional. From Zhangjiakou to Chengdu, from my first steps as a student to pursuing advanced studies, this journey represents a powerful bridge between past experiences and future ambitions.

From Cash to Code:
My Experience with Digital Payments in China

When I first arrived in China, I carried my wallet full of cash and cards, feeling prepared for anything. Little did I know, my first week would teach me that this old habit was almost useless here. I quickly realized that almost everyone I met didn't reach for cash—they reached for their phones.

The first time I saw a QR code payment was at a small street food stall. The vendor smiled and pointed to a colorful square on her phone, and I stared blankly, unsure of what to do. She patiently explained that I could scan the code with WeChat Pay or Alipay, the two giants of digital

payments in China. My heart raced a bit—was I ready to trust a stranger with my money through a tiny app?

I opened WeChat, pointed my camera at the code, and tapped "Pay." Just like that, my dumplings were paid for. No cash exchanged hands. I was stunned. It felt like magic—safe, instant, and incredibly convenient. Over the next few days, I watched as locals used QR codes everywhere: at cafes, street vendors, and even for paying utility bills. Phones became wallets, and codes replaced coins. By the end of my trip, I found myself longing for the ease of digital payments even when I returned home.

Addressing Language Barriers: Challenges and Digital Solutions

When I first came to China to pursue my studies, the language barrier became one of the most emotional and difficult challenges of my life. I could not read Chinese menus, and the shopkeepers did not understand English. Many times, I stood silently, pointing at pictures or items, afraid of choosing the wrong food or being misunderstood. It made me feel helpless and lonely.

There was a moment when I realized how powerful digital solutions could be. I started using translation apps on my phone, which allowed me to translate menu items by scanning text and communicate with shopkeepers using voice translation. Slowly, this small digital tool gave me confidence. Each successful conversation, no matter how simple, felt like a small victory. These digital solutions are not just tools—they are emotional bridges that help overcome fear and connect with a new culture.

Adventures, Freedom, and Exploration

In 2014, visiting the Ming Dynasty Great Wall near Zhangjiakou was one of the most powerful experiences of my life. As I walked along the ancient stone steps, worn smooth by time, I felt a deep connection with

history. Amaps (Gaode) guided us with real-time directions, ensuring a smooth ride. That night, we lost track of time, enjoying ourselves until 2:30 a.m. Even as my roommate and I rode back to school in the middle of the night, we felt safe. China's smart city systems, with security cameras everywhere, gave us immense confidence.

After coming to UESTC on October 2, 2025, I went on a trip to Mount Qingcheng (青城山) with my husband, my child, and some of my friends. The mountain was extremely beautiful, surrounded by lush green forests, winding rivers, and many stone steps leading up to a temple. All around, there were only green hills and mountains, which completely fascinated my heart. My child enjoyed the trip very much and had a wonderful time.

I Witnessed a Cross-Cultural Marriage

The most historical moment for me after returning to China was my younger brother's marriage to a Chinese girl. My younger brother first came to Chongqing in 2013 for his bachelor's program, where he started a relationship with a Chinese girl. After a long 12-year relationship, in 2025, we completed their pre-wedding photoshoot in Chengdu.

After arriving in Chengdu, we began preparing for their wedding. We went to a Chinese market and bought a gown for the bride. We also took the bride to a mosque so she could convert to Islam; she recited the Kalima and took the Muslim name **Jannat**. We then went to the marriage registration office to officially register their marriage and enjoyed a big feast together.

For their wedding photos, we hired an agency for 3,000 RMB. The funniest part was when they dressed my brother in traditional Chinese clothing, applied makeup, and transformed him to look Chinese. Unlike weddings in Bangladesh, weddings in China are much more elaborate, involving many rituals, photoshoots, and traditions.

Overcoming Challenges: A Journey of Personal Growth

Language was the biggest barrier at the beginning. Simple tasks like shopping or asking for directions felt stressful. However, instead of giving up, I slowly learned to face these challenges with patience. I started learning basic Chinese words and made Chinese friends who helped me practice. My best friend, in particular, gave me an hour every day and taught me Chinese characters by hand. The most fun part was that whenever I made mistakes, she would give me a playful "punishment," which actually helped me learn better. Each challenge made me stronger, more confident, and more self-reliant.

Creating a Connected World Through Technology

Living in China has shown me how digital development can open up a world of opportunities. What once felt challenging—navigating a new city or communicating in a different language—has become easier with digital tools like Gaode Maps and Youdao Translator. Technology has also connected me with new friends and allowed me to experience the warmth and generosity of the Chinese people.

I am especially thankful to my husband, who encouraged me to share my experiences. Moving forward, I hope to continue learning from China's technological advancements and contribute to a digitally connected world where everyone can feel welcome, no matter where they come from.

Nusrat Jahan
University of Electronic Science and Technology of China (UESTC) School of Public Administration, UESTC, Qingshuihe Campus, Chengdu, Sichuan, 611731, China

আমার দেখা চীনের জলবিদ্যুৎ প্রকল্প

চিং হে জলাধার, সেচ ব্যবস্থার আধুনিকতা : ড্যামের মাধ্যমে চীন শুধু বিদ্যুৎ উৎপাদনেই এগিয়ে যাচ্ছে না, বরং বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং নদীর নৌপরিবহন ব্যবস্থাও উন্নত হচ্ছে। এমনকি, পরিবেশগতভাবে আরও সতর্ক থেকে এবং প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করে অর্থনৈতিক উন্নয়নকে এগিয়ে নিতে এই প্রকল্পটি দৃষ্টান্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। থ্রি গর্জেস ড্যামের পর, আমি চিং হে জলাধার প্রকল্প পরিদর্শন করি, যা মূলত সেচ এবং পানি সরবরাহ ব্যবস্থার জন্য ব্যবহৃত হয়। এটি শুধুমাত্র কৃষির উন্নতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ নয়, বরং আঞ্চলিক উন্নয়ন এবং পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি ঘটাতেও সহায়তা করছে। চিং হে জলাধারের মাধ্যমে আমি বুঝতে পেরেছি যে, সঠিকভাবে জলাধার ব্যবস্থাপনা এবং পানির সংরক্ষণ কীভাবে একটি অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখতে পারে। এই জলাধারটির কার্যকারিতা পরিদর্শন করে আমার মনে হয়েছে, জলসম্পদ ব্যবস্থাপনা একেবারে নতুন মাত্রায় পৌঁছেছে, যা কৃষি, পরিবহন এবং আঞ্চলিক উন্নয়নকে একসঙ্গে মিলিয়েছে।

জলবিদ্যুৎ প্রকৌশলে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি

এই প্রকল্পগুলো পরিদর্শন করার মাধ্যমে আমি জলবিদ্যুৎ প্রকৌশল এবং পানি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি পেয়েছি। বিশেষত, থ্রি গর্জেস ড্যামের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং পরিবেশগত দায়িত্বের মধ্যে একটি ভারসাম্য তৈরি করার প্রচেষ্টা আমাকে মুগ্ধ করেছে। এর পাশাপাশি, চিং হে

জলাধারের সেচ ব্যবস্থা এবং পানির সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে। আমি নিশ্চিত, এসব প্রযুক্তির মাধ্যমে আমরা আমাদের পরিবেশ এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বিশাল পরিবর্তন আনতে সক্ষম হবো।

ভবিষ্যৎ প্রেক্ষাপটে অর্জিত অভিজ্ঞতা

এই অভিজ্ঞতা শুধুমাত্র আমাকে জলবিদ্যুৎ প্রকৌশল এবং পরিবেশ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করেনি, বরং এটি আমাকে ভবিষ্যতের গবেষণা এবং উন্নয়ন কার্যক্রমে আরও ভালোভাবে প্রস্তুত হতে সাহায্য করেছে। থ্রি গর্জেস ড্যাম এবং চিং হে জলাধারের মতো প্রকল্পগুলোর মাধ্যমে আমি শিখেছি কীভাবে পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নতি এবং টেকসই শক্তি উৎপাদন বিশ্বের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

এই অভিজ্ঞতা চীন থ্রি গর্জেস বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়োজিত গ্রীষ্মকালীন স্কুলের অংশ হিসেবে আমার জন্য একটি অমূল্য শিক্ষণীয় অভিজ্ঞতা ছিল, যা আমাকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে সমৃদ্ধ করেছে এবং ভবিষ্যতে জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের উন্নয়নে আমার অবদান রাখার জন্য প্রস্তুত করেছে।

মোঃ আবদুল্লাহ আল গালিব
বিসিওয়াইএসএ ক্যাম্পাস অ্যাম্বাসেডর,
চায়না থ্রি গর্জেস ইউনিভার্সিটি

চীনে কোভিড-১৯ : অভিজ্ঞতা এবং একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা

সময়টা ২০২২ সালের সেপ্টেম্বর মাস। জেডাব্লিউ (JW) পেয়েছি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে, কোভিডের জন্য বন্ধ ছিল বর্ডার, কিন্তু বর্ডার খুলবে এমনটা শুনতে পাচ্ছিলাম। খবর পেলাম বর্ডার খুলতে যাচ্ছে। ৮ই সেপ্টেম্বর অফিস থেকে রিজাইন দিয়ে সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যখন লিফটে, তখন শুনলাম সব ফ্লাইট বাতিল। ভয়ঙ্কর মানসিক অবস্থার মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলাম। কী করব ভেবে পাচ্ছিলাম না। ফেসবুকে দেখলাম চার্টার্ড ফ্লাইট আয়োজন করা হচ্ছে। প্রথম ফ্লাইটটা কুনমিং-এ ২৬শে সেপ্টেম্বর। দ্বিতীয়টা ২৮শে সেপ্টেম্বর রাত ১১.২৮-এ গুয়াংঝুতে। যেহেতু নানজিং আসব, তাই এই ফ্লাইটটাই চয়েস করলাম। অভিজ্ঞতা ছিল অন্যরকম। প্রথম ফ্লাইট, একা এত দূর কোথাও যাওয়া, পরিবার ছেড়ে, আবার উচ্চশিক্ষার স্বপ্নও সত্যি হওয়ার আনন্দ। বিমানবন্দর পর্যন্ত বুঝতে পারিনি চীনে কোভিডের অবস্থা কতটা সিরিয়াস। ফ্লাইটে উঠে দেখলাম সব পিপিই পরা এয়ারহোস্টেস। ভিন্ন ভাষা। কিন্তু যেহেতু চার্টার্ড ফ্লাইট, সবাই বাংলাদেশি মানুষ। বেশিরভাগই ৩ বছর অপেক্ষা করে যাচ্ছেন। সবার মাঝে আমি লাকি ছিলাম, ২০২২-এ ভিসা পেয়ে তখনই ফ্লাই করতে পারছি। কোনো নির্দেশনা বুঝতে সমস্যা হলে সবাই একে অপরকে সাহায্য করছিলেন। ২৯শে সেপ্টেম্বর আমার জন্মদিন। ফ্লাইট যখন উড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল, তখন ১২টা বেজে গেছে। আমার জন্মদিনে এটা আমার জন্য নিজেকে দেওয়া সেরা উপহার ছিল। ফ্লাইট ল্যান্ড করার পর অন্য এক জগতে প্রবেশ করলাম। কেউ কাছে আসে না। দূর থেকে

নির্দেশ দিচ্ছিল কী কী ফর্ম ফিলাপ করতে হবে। তারপর কোভিড টেস্ট করল। একটি বাসে করে বিমানবন্দর থেকে হোটেলে নিয়ে গেল। ওটা আরেক জগত। নিচ থেকে স্যানিটাইজ করে রুম কি নিয়ে সব লাগেজ একা হাতে নিয়ে রুম খুঁজে বের করে রুমে আসা। শুরু হল কোয়ারেন্টাইন জীবন। দরজা খুললেই সাইরেন বাজত। সকাল ৮টায় আসত কোভিড টেস্টের স্যাম্পল নিয়ে যেত। দরজার বাইরে টেবিলে ব্রেকফাস্ট দিয়ে যেত। মাস্ক পরে খাবার নিয়ে আবার দরজা বন্ধ করে দিতে হত। টেস্টের রিপোর্ট আসত বিকাল ৪টা থেকে ৫টার মধ্যে। তখন নামাজের বিছানায় থাকতাম। সুকাংমা কোড গ্রিন হলে আলহামদুলিল্লাহ। গ্রুপে শুনলাম এক ভাইয়ের রেড এসেছে, তাকে আলাদা করে হাসপাতালে নিয়ে গেছে। ভয় তখন আরো জেকে বসেছিল। খাবার নিয়ে আরেক অভিজ্ঞতা। প্রথমে কিছুটা খারাপ লাগলেও পরে মেনে নিয়েছিলাম। এর মাঝেই মধ্যে ক্লাস করতাম অনলাইনে, মাঝে মাঝে আকাশ দেখতাম জানালা দিয়ে আর অপেক্ষা করতাম কবে কোয়ারেন্টাইন শেষ হবে।

৭ দিন পরে ফ্লাইট বুক করলাম নানজিং-এর। কিন্তু ২টা ফ্লাইট ক্যান্সেল হলো। তাই আরও ১ দিন বাড়িয়ে ৮ দিন কোয়ারেন্টাইন শেষ করে কোভিড নেগেটিভ রিপোর্ট নিয়ে

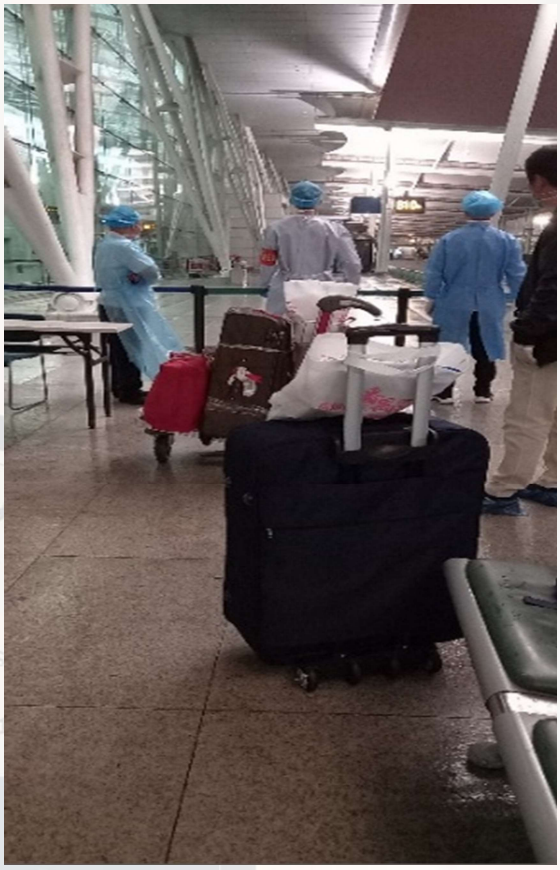

রাত ৩টায় হোটেল থেকে ট্যাক্সি করে বিমানবন্দরে রওনা দিলাম। এই প্রথম এত রাতে একা কোথাও যাওয়া। ট্যাক্সি ড্রাইভার সহায়ক ছিলেন। আমাকে বিমানবন্দরে নামিয়ে দিয়ে অপেক্ষা করছিলেন কখন গেট খুলবে। তখন সব পরিষ্কার করা হচ্ছিল। ৬টায় গেট খুললে আমি ভিতরে গিয়ে বোর্ডিং পাস নিয়ে অপেক্ষা শুরু করি। ঢাকা থেকে গুয়াংঝু পর্যন্ত বাংলাদেশি মানুষ ছিল, তাই একা লাগেনি। কিন্তু এখন সাথে কেউ নেই। যদিও ভয় পাচ্ছিলাম না কেন জানি না। আল্লাহর উপর বিশ্বাস ছিল এবং যে কোনো পরিস্থিতি ম্যানেজ করতে পারব এমন মনোভাব ছিল। আমাকে একা একটি বাসে

করে ফ্লাইট পর্যন্ত নিয়ে গেল পিপিই পরা একজন, যেহেতু আমি একাই কোয়ারেন্টাইনের বিদেশি ছিলাম। প্রথমে আমি উঠলাম ফ্লাইটে। এয়ারহোস্টেসরা অনেক হেল্পফুল ছিল। উইন্ডো সিট পেয়ে ভালই লাগছিল। ব্রেকফাস্ট করলাম, কফি খেলাম কিন্তু হঠাৎ জেট ল্যাগ হওয়া শুরু হল। অনেক খারাপ লাগছিল। কানে কিছু শুনতে পাচ্ছিলাম না।

ফ্লাইট ল্যান্ড করার পর সবাই নেমে যাওয়ার পর আমাকে একজন পিপিই পরা লোক আসে ভিআইপি গেট দিয়ে নিয়ে যায়। লাগেজও উনি বেল্ট থেকে কালেক্ট করে দিয়ে যায়। তারপর অপেক্ষা। আমার গাইড টিচার ট্যাক্সি বুক করে পাঠিয়ে দেন বিমানবন্দরে। সেখান থেকে নানজিং-এ কোয়ারেন্টাইনের জন্য অ্যাপার্টমেন্টে নিয়ে যায় ট্যাক্সি ড্রাইভার। তারপর সেখানেও ১২ তলার কী নিয়ে চলে গেলাম রুমে। শুরু হল আবার কোয়ারেন্টাইন। এখানকার খাবার খুব ভাল দিত এবং এক্সট্রা ফলও দিয়ে যেত। প্রতিদিন কোভিড টেস্টের স্যাম্পল-ত নিতই। কিন্তু কেন জানি না ভয়টা কাটিয়ে উঠতে পেরেছিলাম। নানজিং-এ এসে শীতের প্রবাহটা প্রথম টের পেলাম। ৬ দিন কোয়ারেন্টাইন করে সেখান থেকে এবার গন্তব্য বিশ্ববিদ্যালয়ের হোটেলে ৭ দিনের কোয়ারেন্টাইন।

এই প্রথম আমার গাইড টিচারের সাথে দেখা হল। উনি আমাকে হোটেলে এন্ট্রি করে দিয়ে গেলেন। আমার রুম থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু অংশ দেখা যেত। তখন সময়টা ভাল যাচ্ছিল। কারণ ইতিমধ্যে কঠিন ধাপগুলো পার হয়ে এসেছিলাম। ক্লাস চলছিল,

ওরিয়েন্টেশন, এক্সাম দিলাম এর মাঝে। প্রতিদিন কোভিড টেস্টতো আছেই। ৭ দিনের কোয়ারেন্টাইন শেষ করে এবার ডর্মে আসার পালা। এতদিন এত লাক্সারি হোটেলে থেকে ডর্মে এসে অস্বাভাবিক লাগছিল। তারপরে একজন বাঙালি ভাইয়ের সহায়তায় রুম ক্লিন করে থাকার জন্য তৈরী হলাম পরের ২ বছরের জন্য। নতুন একটি জীবন। সব কাজ নিজেকে করতে হচ্ছে, বাজার করা, রান্না করা, রুম ক্লিন করা, বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে গেলে পারমিশন নিয়ে যাওয়া, প্রতিদিন কোভিড টেস্ট করা। ক্লাস তখনো অনলাইনে চলছিল। তারপরও ভাল, মন্দ অনেক কিছুর মধ্য দিয়েই মাস্টার্স শেষ করলাম আল্লাহর রহমতে। এর মাঝে অনেক অর্জনও আছে। নিজের অনেক হিডেন ট্যালেন্ট এখানে এক্সপ্লোর করার সুযোগ পেয়েছি। অনেক ভালবাসা, কেয়ার পেয়েছি দেশি-বিদেশি সবার কাছ থেকেই। আমিও কখনো কোনো রুলসের বাইরে যাইনি। এখন পিএইচডি ২য় বর্ষে আছি একই বিশ্ববিদ্যালয়ে। মহামারী একটি কঠিন পরিস্থিতি হলেও এটি একটি অভিজ্ঞতা। আল্লাহর কাছে দোয়া করি এই অভিজ্ঞতা আমাদের জীবনে আর না আসুক। সবাই ভাল থাকবেন। দোয়া করবেন।

সুয়াইবিয়া তাসনিম
পিএইচডি গবেষক
নানজিং ইউনিভার্সিটি অব ইনফরমেশন সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি
ভাইস-প্রেসিডেন্ট, বিসিওয়াইএসএ

বাংলাদেশে চীনের বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান : ইতিহাস ও বর্তমান পরিস্থিতি

খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে চীন থেকে বঙ্গ পর্যন্ত বিস্তৃত দক্ষিণ-পশ্চিম সিল্ক রোড

চীন এবং বর্তমানে বাংলাদেশ হিসেবে পরিচিত ভূখণ্ড দু'টোর মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্কের ইতিহাস প্রায় আড়াই হাজার বছরের পুরনো। প্রত্নতাত্ত্বিকদের গবেষণায় খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে তৎকালীন বঙ্গ জনপদের সঙ্গে চীনের ইউনান অঞ্চলের বাণিজ্যিক সম্পর্ক থাকার প্রমান খুঁজে পাওয়া গেছে। সিল্ক রোড হিসেবে পরিচিত ঐতিহাসিক বাণিজ্য পথটির দক্ষিণ-পশ্চিম শাখা ব্যবহার করে ওই সময় স্বর্ণ, রৌপ্য এবং পোর্সেলিনের মতো মূল্যবান নানা সামগ্রী চীনের বিভিন্ন জনপদ থেকে বঙ্গে এসে পৌঁছাতো।

খৃষ্টাব্দ পঞ্চম শতকে বঙ্গ সফরে আসা চীনা পর্যটক ফা শিয়ান (Fa Xian) তার লেখায় এই ভূখণ্ডে চীন থেকে আসা বিভিন্ন পণ্যের জনপ্রিয়তা বর্ণনা করেছেন। এছাড়া বাংলায় সুলতানী শাসনামলেও চীনের সঙ্গে বর্তমানে

এশিয়া-প্যাসিফিক বাণিজ্য চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রসমূহ

বাংলাদেশ হিসেবে পরিচিত ভূখন্ডটির বাণিজ্যিক সম্পর্ক বেশ উষ্ণ ছিল।

কালের পরিক্রমায় ১৯৭১ সালে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে বাংলাদেশ। এরপর চীনের সঙ্গে বাংলাদেশের আনুষ্ঠানিক সম্পর্কের সূচনা হয়েছিলো ১৯৭৫ সালে। যার ধারাবাহিকতায় ২০২৫ সালে চীন ও বাংলাদেশের জনসাধারণের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কটির সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন করা হয়েছে। দীর্ঘ এই যাত্রাপথে উল্লেখযোগ্য মাইলফলকগুলোর মধ্যে ১৯৮৩ সালে অর্থনীতি, বাণিজ্য ও প্রযুক্তি বিষয়ক যৌথ কমিটি গঠন এবং ২০০১ সালে এশিয়া-প্যাসিফিক বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরের ঘটনা অন্যতম।

বহুজাতিক এই চুক্তির ধারাবাহিকতায় ২০০৬ সালে ভারতকে টপকে বাংলাদেশের বৃহত্তম বাণিজ্য অংশীদার দেশে পরিণত হয় চীন। বাংলাদেশের সরকারি তথ্য অনুযায়ী, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে চীন থেকে আমদানি হওয়া বিভিন্ন ধরনের পণ্য ও সামগ্রীর মূল্য ছিল প্রায় ১৭ বিলিয়ন ইউএস ডলার। এসব পণ্য ও সামগ্রীর সিংহভাগই ছিল বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম, বস্ত্রশিল্পের জন্য তুলা, তন্তু ও ফিলামেন্ট, শিল্পকারখানায় ব্যবহারের জন্য যন্ত্রপাতি, যান্ত্রিক সরঞ্জাম ও চুল্লি, প্লাস্টিক ও প্লাস্টিকের তৈরি জিনিসপত্র, খনিজ জ্বালানি, জৈব রাসায়নিক এবং সার। চীনের বিভিন্ন পণ্য ও সেবা সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানগুলো প্রধানত বাংলাদেশের চারটি খাতে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে। এর মধ্যে প্রথমেই রয়েছে বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং সড়ক ও পরিবহনের মতো অবকাঠামো।

এছাড়া বাংলাদেশের পোষাকশিল্প, ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী এবং নির্মাণ খাতেও চীনের একাধিক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান তাদের সেবা ও পণ্য সরবরাহ করে থাকে। বাংলাদেশে সক্রিয় চীনা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে চায়না ন্যাশনাল মেশিনারি ইমপোর্ট অ্যান্ড এক্সপোর্ট কর্পোরেশন (সিএমসি)-এর কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশের নর্থ ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেডের সঙ্গে তাদের যৌথ মালিকানাধীন দু'টো প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশের বিদ্যুৎ চাহিদা মেটাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এর একটি হলো বাংলাদেশ-চায়না পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড (বিসিপিসিএল)। বাংলাদেশে পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়ায় অবস্থিত ১৩২০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন পায়রা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রটি বিসিপিসিএল-এর অধীনেই পরিচালিত হচ্ছে।

পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় অবস্থিত ১৩২০ মেগাওয়াট পায়রা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র

যৌথ মালিকানাধীন অপর প্রতিষ্ঠানটির নাম বাংলাদেশ-চায়না রিনিউয়েবল এনার্জি কোম্পানি লিমিটেড (বিসিআরইসিএল)। এই প্রতিষ্ঠানের অধীনে কুড়িগ্রাম, পাবনা, সিরাজগঞ্জ ও পটুয়াখালীর মতো বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে নবায়নযোগ্য পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র নির্মান ও পরিচালনার কাজ চলমান রয়েছে।

বাংলাদেশের বস্ত্রশিল্প খাতেও চীনের একাধিক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে বাগেরহাট জেলায় অবস্থিত মোংলা রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলে স্থাপিত শিহা (Xihe) টেক্সটাইল টেকনোলজি অন্যতম। ২০২২ সালে প্রায় ১৩ বিলিয়ন ইউএস ডলার বিনিয়োগে স্থাপিত এই প্রতিষ্ঠানে তিন হাজারের বেশি বাংলাদেশীর কর্মসংস্থান হয়েছে। এই কারখানা থেকে বছরে প্রায় ৫০ লাখ পিস ওভেন (Woven) এবং ২৩ লাখ পিস নিট (Knit) পোষাক তৈরি করা সম্ভব।

এছাড়া হোয়াওয়ে (Huawei) এবং হোয়েটাং (HuiTeng) নিউ ম্যাটেরিয়াল টেকনোলজি নামের চীনা প্রতিষ্ঠানগুলোও সম্প্রতি

বাংলাদেশে তাদের কার্যক্রম শুরু করেছে। যা ভবিষ্যতে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে চীনের বিভিন্ন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের অবদানকে আরো সমুন্নত করে তুলবে বলে ধারনা করছেন সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞরা।

শাহনাজ রহমান
পিএইচডি ফেলো, চাইনিজ অ্যাকাডেমি অভ এগ্রিকালচারাল সায়েন্সেস, বেইজিং, চীন
যুগ্ম সম্পাদক, বিসিওয়াইএসএ

কৃতজ্ঞতা, সংস্কৃতি আর বন্ধুত্ব—
ছোট ছোট অনুভূতিই গড়ে তোলে সীমান্ত পেরোনো সম্পর্ক “人见人爱”

চীনে শিক্ষক দিবস (教师节) অন্য অনেক দেশের মতোই অত্যন্ত সম্মান ও আন্তরিকতার সঙ্গে উদযাপন করা হয়। আমাদের ডিপার্টমেন্টেও সেই উপলক্ষে আয়োজন চলছিল এবং সম্মানসূচক কার্যক্রমের জন্য অর্থ সংগ্রহ করা হচ্ছিল। আমি টানা দুই দিন ডিপার্টমেন্টে জানাই আমিও এতে অংশ নিতে চাই, কিন্তু কোনোভাবেই আমার কাছ থেকে অর্থ গ্রহণ করা হয়নি। তাই ভিন্ন একটি পথ বেছে নিলাম।

আগের দিন সন্ধ্যায় ঠিক করলাম—রাতে নিজের হাতে সেমাই রান্না করে ফ্রিজে রেখে দেব, সকালে আমার শিক্ষকের জন্য নিয়ে যাব। সেটাই করলাম। আমাদের শিক্ষক বেশ কঠোর স্বভাবের, সকালে ঠিক ৭টা নাগাদ চলে আসেন—কারণ ছবি তোলা ও অন্যান্য কাজে সময় লাগবে। আমার হাতে রান্না করা সেমাই দেখে তিনি বললেন, সবকিছু তো আগেই ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমি শুধু বললাম, “স্যার, এটা তো আর উনারা আনতে পারবেন না—তাই আমি এনেছি।” স্যার খুব আন্তরিকভাবে হাত মিলিয়ে বললেন, “খেয়ে জানাবো কেমন হয়েছে।”

এক মুহূর্তেই কঠোরতার জায়গায় জায়গা নিল মানবিকতা—যেখানে আনুষ্ঠানিকতার চেয়ে আন্তরিকতাই বড়ো হয়ে ওঠে।

চীনা ভাষায় একটি সুন্দর প্রবাদ আছে—"人见人爱" (রেন জিয়েন রেন আই)—অর্থাৎ, যাকে সবাই ভালোবাসে ও সম্মান করে। এটি কেবল কোনো মানুষকে বোঝাতে নয়, বরং এক ধরনের মানসিকতা—ভদ্রতা, শ্রদ্ধা এবং হৃদয় থেকে তৈরি সম্পর্কের প্রতিচ্ছবি।

বাংলাদেশ ও চীনের বন্ধুত্বেও এই "人见人爱" মানসিকতার প্রতিফলন স্পষ্ট। শিক্ষা, সংস্কৃতি ও পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে দুই দেশের সম্পর্ক দিন দিন আরও দৃঢ় হয়েছে। আমরা যারা এখানে পড়াশোনা ও কাজ করছি, তারাই এই বন্ধুত্বের নীরব দূত—আমাদের ছোট ছোট আচরণই তৈরি করে বড় সেতু।

এই সেতুর আরেক নাম—বন্ধুত্ব। ১৬ বছর ধরে বন্ধু এই আমরা। চীনে এমবিবিএস পড়ার সময় বহু দেশের সহপাঠীর সঙ্গে পড়ার সুযোগ হয়েছিল।

আজ তারা সবাই নিজ নিজ দেশে বা বিশ্বের বিভিন্ন উন্নত দেশে উচ্চশিক্ষা ও পেশাগত জীবনে প্রতিষ্ঠিত। তবে আমাদের তিনজনের গল্প একটু আলাদা।

আমরা আবার ফিরে এসেছি সেই জায়গাতেই—যেখান থেকে আমাদের চিকিৎসা পেশার যাত্রা শুরু হয়েছিল। নিজেদের আরও উন্নত করতে, আরও এক ধাপ এগিয়ে যেতে। পাকিস্তানি বান্ধবী পোস্ট-ডক্টরেট শুরু করতে যাচ্ছে, কোরিয়ান বন্ধু পিএইচডির শেষ ধাপে, আর আমি করছি নিজের মাস্টার্স।

আমরা এখন আর আগের অর্থে সহপাঠী নই। তবু যখনই তিনজন একসঙ্গে বসি—
এক কাপ চা, কিছু স্মৃতি, আর কথার স্রোত—
সময় যেন নিজের গতি হারিয়ে ফেলে।

আমাদের সবার বর্তমান জায়গায় নতুন বন্ধু আছে। কিন্তু যেভাবে আমরা একে অন্যকে বুঝতে পারি, যে স্বস্তি ও আন্তরিকতা অনুভব করি— তা নতুন কারও পক্ষে পাওয়া সত্যিই কঠিন।

পুরোনো বন্ধুদের জায়গা কেউ নিতে পারে না। এই বন্ধুত্ব, এই স্মৃতি, এই পথচলা— একবারই তৈরি হয়, আর সারাজীবন থেকে যায়।

ডাঃ তৌকির রহমান মেমো
এমবিবিএস, এমআরসিএম-ইউকে (প্রাইমারি)
ক্রিটিকাল কেয়ার মেডিসিন
মাস্টার্স, হারবিন মেডিক্যাল ইউনিভার্সিটি
কমিউনিকেশন এন্ড মিডিয়া সেক্রেটারি, বিসিওয়াইএসএ

আমার স্মৃতিতে চীন

আমি চীনের আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে সেদিন প্রথম উপলব্ধি করেছিলাম দূরত্ব আসলে কেবল ভূগোলের পাঠে, হৃদয়ের মানচিত্রে তার কোনো অস্তিত্ব নেই।

হুয়াংহো নদীর প্রবাহে আমি দেখেছিলাম পদ্মার প্রতিচ্ছবি, আর প্রাচীন প্রাচীরের ইটের স্তরে স্তরে খুঁজে পেয়েছিলাম মহাজ্ঞানের ইতিহাস।

বেইজিংয়ের শীতল প্রভাতে যখন কুয়াশা ধীরে ধীরে নেমে আসে, আমার চেতনাজুড়ে ভেসে উঠত শিশিরভেজা সবুজ ধানক্ষেতের স্মৃতি।

চীন আমাকে শিখিয়েছে শৃঙ্খলার সৌন্দর্য, নীরব শ্রমের গভীর দর্শন, সময়কে সম্মান করার অনুশীলন।

বাংলাদেশ আমাকে দিয়েছে স্বপ্ন দেখার নির্ভীক সাহস, অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার দৃঢ় শক্তি, আর অন্তরে ধারণ করা এক অক্ষয় প্রত্যয়।

মহাপ্রাচীর আমাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে কীভাবে অটল থাকতে হয়, কীভাবে বিশ্বাসকে দেয়ালের মতো দৃঢ় করে দাঁড় করাতে হয়।

ড্রাগনের চোখে আমি দেখেছি ধৈর্য আর দৃঢ়তার প্রতিচ্ছবি, আর বাংলার বুকে অনুভব করেছি অদম্য প্রাণের নিরন্তর স্পন্দন।

দুটি দেশ, দুটি সভ্যতা তবু একটি অভিন্ন লক্ষ্য, মানবের অগ্রগতি, ভবিষ্যতের নিরাপদ পথচলা।

আজ আমি আর কেবল একজন প্রাক্তন ছাত্র নই, আমি এক জীবন্ত সেতু— যার এক প্রান্তে বাংলার নদী ও মাটি, আরেক প্রান্তে চীনের পাহাড় ও প্রজ্ঞা।

এই সেতু কূটনীতির নথিতে আঁকা নয়, এই সেতু নির্মিত হয়েছে মানুষে-মানুষে বিশ্বাসে, সম্মানে, আর দীর্ঘদিনের পরীক্ষিত বন্ধুত্বে।

বাংলাদেশ ও চীন— এ কেবল দুটি ভূখণ্ডের নাম নয়, এ এক আত্মিক মেলবন্ধন, যার ভিত্তি ইতিহাসে প্রোথিত, আর দৃষ্টি নিবদ্ধ ভবিষ্যতের দিকে।

ডাঃ মাহিদুল ইসলাম জিহাদ
ফুজিয়ান মেডিক্যাল ইউনিভার্সিটি

মালাথাং : চীনা ঐতিহ্যের স্বাদে ভরপুর এক অসাধারণ স্যুপ

ইতিহাস ও ঐতিহ্য : মালাথাং-এর উৎপত্তি চীনের **সিচুয়ান (Sichuan) প্রদেশে**, প্রায় এক হাজার বছর আগে। প্রাচীনকালে নদীপাড়ের শ্রমিকরা ঠান্ডা ও স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ায় শরীর গরম রাখার জন্য বিভিন্ন শাকসবজি, মাংস ও মসলা একসাথে ফুটিয়ে খেতেন।

সিচুয়ানের বিখ্যাত **সিচুয়ান পেপার (花椒)** ও শুকনা মরিচের ব্যবহার থেকেই মালাথাং-এর ঝাল ও ঝিমুনি ধরানো স্বাদ তৈরি হয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এটি রাস্তার খাবার থেকে আজকের জনপ্রিয় রেস্টুরেন্ট-আইটেমে পরিণত হয়েছে। 'মালা' শব্দটি চীনা ভাষায় দুটি চরিত্রের সমন্বয় : 'মা' মানে সুনিষ্কাশ এবং 'লা' মানে মরিচের ঝাল, যা একসাথে এই খাবারের অনন্য স্বাদের সূত্র প্রকাশ করে।

ঐতিহ্য ও চীনা সংস্কৃতিতে মালাথাং :

চীনা সংস্কৃতিতে খাবার মানে শুধু পেট ভরানো নয় এটি মিলন, বন্ধুত্ব ও ভাগাভাগির প্রতীক। মালাথাং এই ধারণার নিখুঁত উদাহরণ।

একই হাঁড়িতে নিজের পছন্দের উপকরণ বেছে নিয়ে খাওয়ার মাধ্যমে মানুষ একে অপরের সঙ্গে সময় কাটায়। বিশেষ করে শীতকালে, পরিবার বা বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে মালাথাং খাওয়া চীনে খুবই জনপ্রিয়।

মালাথাং-এর ঝাল স্বাদ চীনা দর্শনের ইয়িন-ইয়াং ভারসাম্য ধারণার সঙ্গেও সম্পর্কিত— ঝাল শরীরের রক্ত সঞ্চালণ বৃদ্ধি করে ও ঠান্ডা দূর করে।

মালাথাং প্রস্তুত প্রণালী উপকরণ :

স্যুপ বেস :

- ২ লিটার চিকেন বা গরুর স্টক
- ৪ টেবিল চামচ সিচুয়ান পেপ্পারকর্ন
- ৮-১০টি শুকনো লাল মরিচ
- ১ টেবিল চামচ সিচুয়ান মালা সস
- ২ টেবিল চামচ চিংকিয়াং কালো ভিনেগার
- ১ টেবিল চামচ সয়া সস
- ১ চা চামচ চিনি
- ২ টেবিল চামচ তিলের তেল
- ১ টেবিল চামচ আদা কুচি
- ১ টেবিল চামচ রসুন কুচি
- ১ টেবিল চামচ ফেরমেন্টেড ব্ল্যাক বিন
- ২টি তারকা আনিস
- ২টি দারুচিনি ফালি

- ৪-৫টি সবুজ এলাচ

ডিপিং আইটেম (পছন্দমতো) :

- পাতলা করে কাটা গরুর মাংস
- মুরগির ব্রেস্ট স্লাইস
- চিংড়ি
- মাশরুম
- তফু
- নুডলস
- চীনা মূলা
- কেল (চাইনিজ লিফি ভেজিটেবল)
- ফিশ বল
- কুইকোজ/ডাম্পলিং

প্রস্তুতি :

ধাপ ১ : মশলা প্রস্তুত

১. একটি শুকনো প্যানে সিচুয়ান পেপ্পারকর্ন হালকা ভেজে নিন ২-৩ মিনিট, যতক্ষণ না সুগন্ধ বের হয়। আধা চামচ বের করে রেখে বাকিটা গ্রাইন্ডারে গুঁড়ো করুন।

২. শুকনো লাল মরিচগুলো কেটে বীজ বের করুন (ঝাল কমানোর জন্য)।

ধাপ ২ : স্যুপ বেস তৈরি

১. একটি বড় পটে তিলের তেল গরম করুন।

২. আদা, রসুন, ফারমেন্টেড ব্ল্যাক বিনস, তারকা আনিস, দারুচিনি ও এলাচ দিয়ে ২ মিনিট ভাজুন।

৩. শুকনো মরিচ ও সিচুয়ান পেপ্পার গুঁড়ো যোগ করুন, ১ মিনিট ভাজুন।

৪. চিকেন স্টক যোগ করুন এবং ফুটতে দিন।

৫. সিচুয়ান মালা সস, সয়া সস, চিংকিয়াং ভিনেগার ও চিনি যোগ করুন।

৬. আঁচ কমিয়ে ২০ মিনিট ফুটতে দিন, যাতে সব মশলার স্বাদ স্যুপে মিশে যায়।

ধাপ ৩ : ডিপিং আইটেম প্রস্তুত

১. সমস্ত মাংস ও সবজি পাতলা স্লাইসে কেটে আলাদা প্লেটে সাজান।

২. টফু কুচি করে কেটে নিন।

৩. নুডলস সেদ্ধ করে ঠাণ্ডা পানিতে ধুয়ে নিন।

ধাপ ৪ : পরিবেশন

১. গরম পাত্রে বা ফায়ারপটে স্যুপ ঢালুন।

২. টেবিলে গ্যাস বার্নার বা ইলেকট্রিক হটপটে পাত্রটি গরম রাখুন।

৩. প্রত্যেকে নিজের পছন্দের খাবার স্যুপে ডুবিয়ে রাখুন (মাংস ২-৩ মিনিট, সবজি ১-২ মিনিট)।

৪. পরিবেশনের সময় বাকি সিচুয়ান পেপ্পারকর্ণ গুঁড়ো ছড়িয়ে দিন।

টিপস ও বৈচিত্র্য :

- যারা কম ঝাল পছন্দ করেন, তারা মরিচের পরিমাণ কমাতে পারেন
- শাকসবজি বেশি করে যোগ করতে পারেন স্বাস্থ্যসম্মত বিকল্প হিসেবে

- ঐতিহ্যবাহী সিচুয়ান মালাথাং সাধারণত খুব লাল এবং তেলযুক্ত হয়
- নিরামিষভোজীদের জন্য চিকেন স্টকের বদলে মাশরুম বা শাকসবজির স্টক ব্যবহার করা যায়

মালাথাং শুধু একটি খাবার নয়, এটি একটি অভিজ্ঞতা। এর ঝাল-সুনিষ্কাশ স্বাদের সমন্বয়, উষ্ণ সামাজিক পরিবেশ এবং সমৃদ্ধ ঐতিহ্য এটিকে চীনা রান্নার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ করেছে। বাড়িতে তৈরি মালাথাং প্রস্তুত করে আপনি চীনা সংস্কৃতির একটি স্বাদ নিতে পারেন, যা প্রতিটি কামড়ে ইতিহাসের স্পর্শ বহন করে। এই রেসিপিটি আপনাকে চীনের সিচুয়ান প্রদেশের রহস্যময় স্বাদের জগতে নিয়ে যাবে, যেখানে প্রতিটি কামড়ে লুকিয়ে আছে শতাব্দীর ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মিশেল।

এ ডি শুভ্র
পি এইচ ডি শিক্ষার্থী,
তিয়ানজিন ইউনিভার্সিটি
ভাইস-প্রেসিডেন্ট, বিসিওয়াইএসএ

শান্তির খোঁজে

শেখ তাওহীদুল ইসলাম

বাবুই পাখি শান্তি খুঁজে আপন বুনা নীড়ে,
পল্লী চাষা সুখ খুঁজে পায় আপন কুঁড়ে ঘরে।

গ্রামের রাখাল সুখ খুঁজে পায় মাঠের গাছ তলায়,
নিজের বাঁশির সুরেই যেন সুখের নিদ্রা যায়।

কেউবা আবার ঘর ছেড়ে যায় একটু সুখের খোঁজে,
আপন নীড়-ই পর হয়ে যায় সুখের ভাঁজে ভাঁজে।

পাহাড়িদের কষ্ট দেখে সবাই ভেবে কয়,
সমতল রেখে মানুষ পাহাড়েতে রয়?

বাপ দাদার ওই ভিটা-মাটি পর্বত চূড়ায় সুখের ঘাটি,
পর্বতে তার জীবন-মরণ স্বপ্ন পরিপাটি।

প্রবাসীদের প্রবাস জীবন সুখ যেন তার হীরার মতন,
সুখী রাখতে আপনা-পরে নিজের সুখের হইল মরণ।

কেউবা কারো মন ভাঙ্গে কেউবা ভাঙ্গে ঘর,
কেউবা ভাঙ্গে আপন সংসার আপন করে পর।

সুখের প্রশ্নে মাতাল সবাই ভবের দুনিয়ায়,
কল্পনাতে সুখের নগর শান্তির নীড় ছায়ায়।

শেখ তাওহীদুল ইসলাম
চায়না থ্রি গর্জেস ইউনিভার্সিটি

Photo Gallery

BCYSA Winter Lens 2026 Photo Contest Winner: Best Photos

Picture credit: Fahim Faisal Mukhar

Link: https://www.facebook.com/share/p/1Dvdy9SXaZ/

Picture credit: Mohammad Aman

Link: https://www.facebook.com/share/p/16Cz12AvrN/

Picture credit: Fahim Faisal Mukhar

Link: https://www.facebook.com/share/p/1Dvdy9SXaZ/

Picture credit: Ayman Shuvro

Link: https://www.facebook.com/share/p/1KZ3mpr9D3/

Picture credit: Almas Farhan Arnob

Link: https://www.facebook.com/share/p/1DbCLq7JoG/

Picture credit: Nusrat Tabassum

Link: https://www.facebook.com/share/p/1AwayV7A2S/

মহাপ্রাচীর ম্যাগাজিন সম্পর্কে আপনার মূল্যবান মতামত জানাতে অথবা পরবর্তী সংখ্যায় লেখা পাঠাতে ইমেইল করুন :

info@bcysa.org

পূর্ববর্তী ম্যাগাজিনের সংখ্যাগুলো পেতে ভিজিট করুন :

https://www.bcysa.org/magazines

চীনে শিক্ষা, স্কলারশিপ, বাণিজ্য এবং চীন ও বাংলাদেশ সম্পর্কে আপডেট পেতে ভিজিট করুন :

ফেসবুক পেইজ :

www.facebook.com/bcysaofficial

ফেইবুক গ্রুপ :

www.facebook.com/group/bcysa.cn

বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন:

www.bcysa.org